PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

3rd APRIL, 1964.

The house met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday, the 3rd April, 1964.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, one Minister, two Deputy Ministers, Deputy Speaker and seventeen members.

Mr. Speaker :— Hon'ble Members have got the list of Business for to day.

First item is Oath or Affirmation.

Any member who has not made an Oath kindly do so. There is no such member to-day.

Next item is question.

To-day in the list of Business is the following Short Notice Question to be answered by the Chief Minister.

QUESTION NO. 18—asked by Shri Bulu Kuki, M. L. A.

I Call on Shri Bulu Kuki, Member to please call out the number of his question.

The answer to be given by the Minister concerned orally.

Shri Bulu Kuki : Question No. 18.

Sri M. L. Bhowmik. Deputy Minister : Mr. Speaker Sir, I am authorised by the Minister concerned to reply the question. So I seek your permission.

Mr. Speaker :— : Yes,

QUESTION.	REPLY		
	Male.	Female	Total
1. a) The total number of the Unemployed male and female persons who had enrolled their name in the Employment Exchange upto the last day of February, 1964.	5,543	663	6,206

		Male	Female	Total
2. b) How may of them are Gradute, Intermediate, Higher Secondary Passed and School Final Passed				
i) Graduate	—	157	16	
ii) Intermediate/Higher Secondary	—	171	29	
iii) School Final	—	1.388	295	
3. c) How many of these unemployed persons have the qualification below the School Final Standard and above the class VIIth Standard.		1,318	182	
&				
how may of them have the qualification upto the VIIIth Standard		499	71	

• These figures represent the number of persons on the Live Register as on 29th February, 1964.

Mr. Speaker :— Any supplementary from any Member ?

Sri Bulu Kuki : আমার একটা Supplementary আছে। Employment Exchangeএ নাম রেজিষ্টার না করে কাহাকেও চাকুরী দেওয়া হয় কিনা ?

Sri M. L. Bhowmik : No.

Sri K. M. Nath Chowdhury : May we know the number of unemployed Master Digree holders in the state.

Shri **M. L. Bhowmik** : Reply to this question cannot be given now. I want Notice.

Shri **S. Dutta** : Are there any Medical & Engineerihg Graduates unemployed in this State ?

Shri **M. L. Bhowmik** : Yes, there were Engineering Graduates un-employed but now they have been employed else where out side this State.

Shri **A. Islam** :— যারা B, E. পাশ করে এসেছিল তারা কি এখানে চাকুরী না পেয়ে চলে গিয়েছে ?

Shri **M. L. Bhowmik** :— They tried but did not get any employment here. They got employment out side Tripura.

Mr. Speaker ;— I think there is no other suplementary Question.

Next item in the list of Business is Government Business (Financial)

Voting on Demands for Grants.

To-day on the list of Buniness 5 Demands viz. Demand No. 34-Expenditure connected with National Emergency 1962, No. 41-Grants to State for Developmental purpose. No. 23-Misc., Social and Developmental Organisations,

No. 42 Lons and Advances by the State and Union Territory Governments and No, 40-Capital outlay on Schemes of Govt. Traning are to be disposed of,

Members have received the list of Business along with the Appendix showing Demadds to be moved by the Finance Minister and Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when I call a particular Demand and as soon as the Financc Minister has moved his Demand I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the Debate is closed I shall dispose them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos, 41 and 23 i. e. Grants to State for Development Purpose and Misc. Social and Development Organisations togather and I shall have one general debate on these two demands as they are of allied nature ; of course at the time of putting the motions I shall dispose of the demands separatly,

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 34-Expenditure connected with National Emergency, 1962.

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে Demand for grant no. 34 on expenditure connected with National Emergency 1962—Major Head 78-A আমি হাউসের কাছে রাখছি যাতে হাউস এটা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে।

Hon'ble Speaker Sir on the recommendation of the Administration I beg to move that a sum not exceeding Rs. 25,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on account) Bill, 1964), be granted to defray the charges which will come in course of payment during year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of demand No. 34 Expenditure connection with National Emergency, 1962.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি demand No. 34এ যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী Houseএ পেশ করেছি, এই দাবী হচ্ছে in the greater interest of this State and Country. আমি আশা করব যে আমাদের এই ব্যয় বরাদ্দের দাবী House সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গ্রহণ করবে।

মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন যে ১৯৬২ সালে চীন যখন ভারত আক্রমণ করে ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত দিয়ে জঙ্গীবাদী কমিউনিষ্ট চীনের এই আক্রমণ, এটা শুধু ভারতের সীমান্তের উপরই আক্রমণ ছিল না, এটা ছিল ভারতের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ, ভারতের সার্বভৌমত্বের উপর আক্রমণ, ভারতের গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। সেই অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রপতি যে ঘোষণা করেছিলেন সেই ঘোষণাটি আমি পড়ে শুনাচ্ছি।

Proclamation on Emergency

In exercise of the power confewed by clanse 1 of Articie 352 of the constitution Sarbapalli Radhakrishan, President of India by this Proclamation

declares that a grave emergency exists wherever the security of state is threatened by external aggression.

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই External Agression এর সময় এখনও দূরীভূত হয় নি। মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন যে চীন এখনও ভারতের ভূমি দখল করে রেখেছে। ভারতের সংগে সীমান্ত সংর্ঘষের ব্যাপার নিয়ে আফ্রো এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি যে মীমাংসার চেষ্টা করেছিল সেটা কলম্বো প্রস্তাব নামে অভিহিত। ভারত সেই প্রস্তাব নীতিগত ভাবে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু জঙ্গীবাদী কমিউনিষ্ট চীন সরকার সে প্রস্তাব স্বীকার করেনি। তারা ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্তে এবং অন্যান্য অঞ্চলেও সৈন্য সমাবেশ করে চলেছে। ঠিক সেই অবস্থায় পাকিস্তান তাদের সঙ্গে unholy alliance করেছে। এই সংবাদও আমরা জানি। কাজেই বর্ত্তমান অবস্থায় জরুরী অবস্থা চলবে। কতকাল চলবে তা আমরা জানি না। যতদিন পর্য্যন্ত চীন এবং পাকিস্তানের মতিগতি ভারতের অনুকূলে না হয় ততদিন পর্য্যন্ত এই জরুরী অবস্থা চলবে। কিন্তু তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলবে কিনা এ সম্বন্ধে আমাদের Home Minister Parliament এ আলোচনা করেছেন। কাজেই এই জরুরী অবস্থায় আমরা যে দাবী রাখ্‌ছি আশা করি House এ দাবী মঞ্জুর করবেন কারণ এই মঞ্জুরী হচ্ছে দেশের নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Atiqul Islam,

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা এখানে Emergency বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। আমাদের এখানে যে জরুরী অবস্থা আছে এবং জরুরী অবস্থা আরও থাকবে এই কথা বলে Emergency এর বাজেটকে সমর্থন করা হচ্ছে। আমরা কালকেও পত্রিকায় দেখেছি যে শেখ আব্দুল্লাকে বিনা সর্তে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। কাজেই আমরা স্বীকার করে নিলাম যে প্রকৃত পক্ষে আমাদের আর জরুরী অবস্থা নেই। কাজেই যে জরুরী অবস্থার কথা আপনারা বলে বেড়াচ্ছেন সেই জরুরী অবস্থার প্রমাণ আমরা কাজে পাচ্ছি না। "আপনারা বলেছেন পাকিস্তান আমার্দের দেশে disturbance creat করছে। কিন্তু আমরা আমেরিকা থেকে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এনেছি যেখানে আমরা পরিস্কার বলছি এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করব না।" তারজন্য observer আমাদের দেশে আছে। কাজেই পাকিস্তানের কথা যে আপনারা বলেছেন যে পাকিস্তানের অত্যাচারে আপনাদের জরুরী অবস্থা দরকার এ কথাটা সত্য নয়। এই সেদিনও করাচীতে এবং কলিকাতায় কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মিঃ ভুট্টোর সঙ্গে মিঃ স্বর্ণ-সিংহের খানা পিনা আমোদ স্ফূর্ত্তি অনেক হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রপতিও সেদিন আয়ুবখাঁনের নিকট পত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু আয়ুবখাঁর যখন যেভাবে মর্জী হয় তখনই সেইভাবে উত্তর দেন। কিন্তু কেবল যদি আমরা বসে বসে emergency এর মন্ত্র জপি তাহলেই কি আমাদের দেশ থেকে চীন তার দখলীকৃত ভূমি ছেড়ে চলে যাবে? তা যাবে না। তার solution কি?

আতিকুল ইসলাম :—কাজেই প্রশ্নটি এই নয় যে জরুরী অবস্থা আছে কি নেই। চীন কলম্বো প্রস্তাব মানছে না একথা আমি স্বীকার করছি। আমাদের এই যে সমস্যা তার একটা solution এর দরকার। সেটা কি solution? Political solution না Military solution. Perliament এ শ্রীশাস্ত্রী যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে রাশিয়াকে উদাহরণ স্বরূপ দেখিয়েছেন। সে বক্তব্যে পরিষ্কার

করে বলা হয়েছে, আমরা Military solution চাই না, Political solution চাই। "আজকে যদি আমরা emergency রাখতে চাই, তাহলে National intigrityকে আরও জোরদার করতে হবে। জরুরীর প্রথম স্তরে আমরা কি দেখেছি—দেখেছি ভারতের কংগ্রেস নেতারা অন্ধ্র, বিহার, কেরলা প্রভৃতি অঞ্চলে এক জন নেতা অপর একজনের বিরুদ্ধে লড়ছেন। যার জন্য কামরাজ আজ যমরাজ হয়েছেন। যখন দেশে সবচেয়ে বেশী emergency, সবচেয়ে বেশী intigrity দরকার তখনই দেখি Congress নেতারা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছেন। এই জরুরী অবস্থার প্রারম্ভে যখন ভারত চীন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় তখন কিছুকাল রাস্তা black out করা হয়েছিল এবং কোন কোন জায়গায় trench কাটার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর আজ পর্য্যন্ত তা হয় নি। এই হচ্ছে জরুরী অবস্থার Preparation। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হবার সাথে সাথেই দেখেছি Congress সদস্যরা প্রত্যেকে তাদের এক মাসের বেতন দান করে দিয়েছেন। আজকে কি করেন তাঁরা। মন্ত্রীরা দিল্লী ঘোরাফেরা করেন। খানাপিনা, গান বাজনা, খেলাধুলা কিছুই তাদের বন্ধ থাকছে না। এই নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে, পত্র পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। emergency তাহলে কোথায়, কি জন্য রাখছি। কতকগুলি Armed Police, সৈন্যবাহিনী থাকলেই emergencyর সুরাহা হবে না। আমরা যদি People Militia না করি, Natoinal intigrity না করি তাহলে শুধুমাত্র সৈন্যবাহিনী দিয়ে দেশ রক্ষা হতে পারে না। এই emergency রাখার মানেই কতকগুলি ধনীকে আরও ধনী করা। আমরা কি দেখিনি emergency র সময়ও ভারতের ভিতর ও বাহির থেকে Profiters কিভাবে মুনাফা লুটেছে। কোথায় তাদের blackmarketing বন্ধ থাকবে তা না হয়ে emergencyর সময় তাদের আরও production করে মুনাফা লুটেছে। কিন্তু যারা দরিদ্র দিনমজুর তাদের কিছুই উন্নতি হয় নি। তাদের মজুরী বৃদ্ধি পায়নি। আজ কেন তারা Factory গুলিতে হরতাল করছে। যে সমস্ত labour, যারা নাকি Production বাড়াবে তারা নাকি Hunger strike করে, হরতাল করে, তাহলে আমরা কাদের নিয়ে Intigrity করব। এখানে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই যে, Communist তাদের হরতাল প্রভৃতিতে উৎসাহিত করছে। দেশের যারা সাধারণ কর্ম্মচারী তাদের যদি এইভাবে Hungry রাখা হয় তাহলে Hungry People নিয়ে দেশকে রক্ষা করা যায় না, শত্রুকে রোখা যায় না। যে কর্ম্মচারীর ৩০ টাকা বেতন, তার জীবনধারণ সম্ভব হয় না। এই যে অভাব গ্রস্থ লোক তাদের নিয়ে কি শত্রুর দলকে রোখা যায়? দেশকে যদি রক্ষা করতে হয় তবে এইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ধনীরা যে মুনাফা লুটে খাচ্ছে তাকে বন্ধ করতে হবে। তা না হলে শুধু Emergency বল্লেই Emergency দূর হয়ে যাবে না। আজ দেশের সর্ব্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হচ্ছে, পাকিস্তানেও হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে chain reaction. এ থেকে বুঝা যাচ্ছে সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডা যদি না থাকে তাহলে দাঙ্গা লাগতে পারে না। আমি শুধু ত্রিপুরার কথা বলছি না, সারা দেশের কথাই বলছি। এই সব গুণ্ডার দমন যদি না হয় তা হলে দেশের intigrity রক্ষা করা যাবে না। যে সমস্ত Antisocial elements আছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এই দিকে লক্ষ্য না করে emergency, emergency বলে দেশকে কোন দিনই এগিয়ে নিতে আমরা পারব না। Emergency করে যা হয়েছে সেটা হচ্ছে Cmmunist দমন। D. I. Rule বলে

Communist Partyকে দমন করা ভিন্ন আর কিছুই হয়নি। Agriculture Production বাড়াতে পারে নি। Profiteersদের মুনাফা বন্ধ করতে সরকার আজও পারে নি। আপনারা বলেছেন D I Rule সংবিধান সম্মত। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট তার রায়ে বলেছেন President এর আদেশ বাদ দিলে D. I. Rule রাখা বে-আইনি এবং সংবিধান বিরোধী। এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায় তাতে বলা হয়েছে যে এটা President এর Proclamation আছে বলেই আমরা আজকে সেটা মেনে নিচ্ছি। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে।

"Parliament has chosen to pass the Act under challenge and disregarded the constitution provision of Arts 14 & 22"

"It is quite true that if the Act has contravened the citizens fundamental rights under articles 14 & 22, it would be void and the detentions effected under the relevent provitions of the said Act would be equally imperative.

তবে এই emergencyর নামে একটা কাজ হয়েছে। Communist দমনে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করতে পেরেছেন কংগ্রেস সরকার। যেখানে emergency থাকে সেখানে আমোদ, প্রমোদ, আনন্দ, উৎসব হাসি, ঠাট্টা সবই বন্ধ থাকে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে কি দেখতে পাই? দেখতে পাই Pre-olympic Assian zone match, Film festival, আমোদ আহ্লাদ চলেছে। কোন উৎসবই Emergencyতে বন্ধ থাকছে না। ঢালাও উৎসব চলেছে। Emergencyর সময় এ সব চলতে থাকলে emergency বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। আমারা কোথাও emergency দেখতে পাই না। দেশের শান্তি রক্ষার জন্য, Anti social activity বন্ধ করার জন্য P. D. Act. আছে। কাজেই দুটো আইন পাশাপাশি রাখার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তবু D. I, R, কে রাখতে হবে আপনাদের প্রয়োজনে। কারণ emergency না রাখলে D. I. Rules রাখতে পারছেন না এবং তা না হলে আপনারা D. I. Rule এর বলে যাকে যখন খুশী আটক করতে পারবেন না। Communistদের উপর আপনাদের যে মনের ঝাল, সে ঝালকে মেটাবার জন্যই আপনারা emergency রেখেছেন। নয়ত emergency রাখার কোন প্রয়োজন নেই। সমস্ত opposition party বলেছেন emergencyর কোন দরকার নেই। কংগ্রেসের বিভিন্ন সদস্য, বিভিন্ন পত্র পত্রিকাও একথা বলেছেন। কাজেই সেই দিক দিয়ে এটা বিচার বিবেচনা করা দরকার। আপনারা যারা ক্ষমতাসীন দল তারা আজকে একটু চিন্তা করুন যে কাশ্মীরে শেখ আব্দুল্লাকে যদি ছাড়তে পারেন তাহলে আমাদের ত্রিপুরার বন্দীদের কেন ছাড়া হবে না। নূতন করে ভাববার প্রয়োজন আছে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Karunamoy Nath Chowdhury.

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা National Emergency, ত্রিপুরা Emergency নয়। সমস্ত ভারতবর্ষে যে অবস্থা, সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের দেশে Notional Emergency রয়েছে। এর সঙ্গে শেখ আব্দুল্লার মুক্তি বা শেখ আব্দুল্লার মুক্তির সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত আটক বন্দী আছে তাহার কোন সম্পর্ক নেই। দেশের এক অংশে যখন আক্রমণ করা হয়েছে, দেশের সমস্ত অংশেই যে আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং দেশের অভ্যন্তরে যারা হাঙ্গামা বাধানোর চেষ্টা করে থাকে বক্তৃতার দ্বারা, বা আপত্তিকর পুস্তিকা প্রকাশ

করে বা Pamplet প্রকাশ করে আদালতে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। চৈনিক আক্রমণ ভারতবর্ষের এক অংশে করা হয়েছে বলে অন্য অংশে National Emergency থাকবে না এমন কথা হতে পারে না। যারা ভারতবর্ষের কোন অংশকে দেশ বলে মনে না করেন তাদের কাছে National Emergency উচিত বলে মনে নাও হতে পারে। আমরা যখন দেখেছি আসাম ও পাঞ্জাব সীমান্তে চীনারা আক্রমণ করেছে অর্থাৎ দেশের এক অংশ আক্রান্ত হয়েছে তখন সমস্ত ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত চৈনিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। দেশে বর্ত্তমান অবস্থায় আজকে যে National Emergency আছে তা থাকবে কি থাকবে না সেটা দেখবার জন্য মাননীয় রাষ্ট্রপতি রয়েছেন আর রয়েছেন লোকসভা । লোকসভা বা রাষ্ট্রপতি যখন দেখবেন Emergencyর আর প্রয়োজন নেই তখন Emergency আর থাকবে না । আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যখন Black outএর দরকার ছিল তখন আমরা তা করেছি। ইমারজেন্সীর সময়ে যখন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ পত্র মজুত রাখার প্রয়োজন ছিল তখন তা আমরা করেছি। এই ইমারজেন্সীর সময়েই আমাদের এই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীসভা যখন দেখলেন যে কেরোসিনের উপর যে কন্ট্রোল আছে তুলে দিলে বা ডিকন্ট্রোল করলেও কোন ক্ষতি হবে না, অবস্থা আয়ত্বের মধ্যে রাখতে পারবেন তখন তাঁরা কেরোসিনের উপর থেকে কন্ট্রোল তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ সর্বভারতে যে ইমারজেন্সীর প্রয়োজন রয়েছে তা উঠে যাবে এই কথা আমরা এক মত হয়ে বলতে পারি না। বৈদেশিক মৈত্রী সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, আমেরিকা আমাদের যে অস্ত্র শস্ত্র সাহায্য দিয়েছেন সেই অস্ত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে কিনা? পাকিস্তানের তরফ থেকে কি হয়েছে তার একটা ঘটনা আমি বলছি। কিছু দিন পূর্ব্বে ধর্মনগরের কুর্তি অঞ্চলে, তারপরে আসামের লাটিটিলা এলাকায় পাকিস্তানের সৈন্যরা গুলি বর্ষণ করে ভারতের নাগরিককে হত্যা করে। পাকিস্তানী বুলেট সীমান্ত ভেদ করে এখানকার মাটিতে এসে পড়েছে। আমরা সেই বুলেট রেখেছি প্রমাণ স্বরূপ। এই বুলেট আমেরিকান বুলেট। আমরা তারজন্য প্রতিবাদ করেছি। এই আমেরিকান বুলেট পাকিস্তান থেকে এসে ভারত সীমান্ত ভেদ করে কুর্তি ও লাটিটিলা মাটিতে এসে পড়ে। তাঁরা observer এর কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা দেখছি অবজারবারে বার সেখান থেকে কোন কিছুই হয় না। বিশেষ করে যখন মৈত্রী হল দুই দেশের মধ্যে between চীন এণ্ড পাকিস্তান। চীন যখন আমাদের সীমান্ত আক্রমণ করে আমাদের দেশের এক অংশ অধিকার করে বসেছে ঠিক সেই সময়ে পাকিস্তান আমাদের শত্রু দেশের সাথে চরম মৈত্রী স্থাপন করল। কংগ্রেস নেতৃবর্গ সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত প্রদর্শন করেছেন বিরোধীপক্ষের সদস্য যে সে সময় ভারতবর্ষে কংগ্রেস নেতারা ক্ষমতা নিয়ে ব্যস্ত। এ সংবাদ তিনি কোথায় পেলেন জানি না। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে স্বেচ্ছায় মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে আসতে পারে ইতিহাসে এমন নজীর নেই। শুধু ভারতবর্ষেই এটা সম্ভব। ভারতের বহু মন্ত্রী মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে দেশের জনসাধারণের নৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় চিন্তা ধারায় অনুপ্রাণিত করার ব্রতে মন দিয়েছেন। জন সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষের অনেক মুখ্যমন্ত্রীও পদত্যাগ করেছেন। এই ইতিহাস ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও নেই। আর মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যদি কংগ্রেসের কোন্দল বের করতে চান তবে পৃথিবীর আরো দুই একটি দেশের এ রূপ কোন উদাহরণ যদি দিতেন তবেই আমরা বুঝতাম এবং আমরা তাদের ভালটাই

গ্রহণ করতাম। কিন্তু এই দিক দিয়ে কোন কিছু তাঁরা উল্লেখ করেন নি। আমরা আশা করেছিলাম এই দেশের অধিবাসী হিসাবে তাঁরা এই নিয়ে গৌরব বোধ করবেন। তা তাঁরা তাদের বক্তৃতায় প্রকাশ করেন নি। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী যে দেশগুলি আছে সেই বিখ্যাত দেশগুলিতে ক্ষমতা নিয়ে কি ভীষণ কাণ্ড কয়েকদিনের মধ্যেই ঘটেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ দেশগুলি, আমি চীন এবং রাশিয়ার কথাই শুধু বলছি না, আমাদের বাড়ীর কাছে যে সব দেশ আছে সেই পাকিস্তান, বার্ম্মা, সিংহল সর্বত্র ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছে, বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রগুলিতে ক্ষমতা নিয়ে কি অবস্থা ঘটছে। সেই ক্ষেত্রে কোটি কোটি জনসাধারণের যারা নেতৃত্ব করছেন তাদের দলীয় ক্ষমতায় ক্ষমতাসীন থেকেও নেশানেল ইণ্টিগ্রেটির জন্য দেশের প্রয়োজনে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে যে আদর্শ সৃষ্টি করেছে তা পৃথিবীর যে কোন দেশের লোকের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। অথচ সেখানের বিরোধীপক্ষের যে সদস্য তারা ভারতবাসী হিসাবে গর্ব বোধ করবেন না। তারপর মুনাফাখোর এবং ব্লেকমার্কেটিয়ার সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতার মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ইমার্জেন্সীর মধ্যে তারা মুনাফা লুটছে। এটা শুধু গালাগালির জন্য বলেছেন। নচেৎ তিনি নিশ্চয় জানেন যে দুষ্কৃতিকারীদের প্রতি সরকার সর্ব্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিখ্যাত মুন্দ্রা মোকদ্দমা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে কোটি কোটি টাকার মালিক সেই ডালমিয়ার কেলেঙ্কারী তিনি এটি উল্লেখ করতে পারতেন। কংগ্রেস সমর্থনকারী যতবড় ব্যক্তি বা ক্ষমতাশালী লোকই হউন না কেন দুষ্কৃতকারীকে ভারত সরকার কোন সময়েই ক্ষমা করেন না। আমাদের সীমান্ত ১২০ মাইল ব্যাপী এই বিরাট সীমান্ত এলাকা সুষ্ঠু ভাবে রক্ষা করতে আমরা চাই। দেশের এই ইমার্জেন্সীর সময়ে এত বর্ডার পুলিশ রেখে অসুবিধা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন ; তবে কত সংখ্যা হলে সুবিধা হবে তিনি বলেন নি। তবে এই অবস্থায় এটাই আশার কথা যে এই বিরাট বর্ডার এলাকায় যারা অসুবিধা সৃষ্টি করে তাদের ক্ষমা করা হয় না। তারপর আর একটা কথা বলা হয়েছে যে ক্ষুধার্থ জনসাধারণ নিয়ে যুদ্ধ করা যায় না। একথা সত্য। সুতরাং আমাদের সরকার ক্ষুধা দূর করার জন্য বদ্ধপরিকর। তাই National emergencyর সময়ও আমরা Plan Implenmentation বন্ধ করিনি। কিন্তু আমাদের লোক ক্ষুধার্থ হয়ে কোথাও চলে যাচ্ছে না, বরং অন্য দেশের লোকেরাই আমাদের দেশে এসে ঢুকছে তারপর তিনি Factory strike এর কথা বলেছেন। তিনি শুধু একটা হরতালের কথা বলেই National disintigrationএর প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আমাদের সংবিধানে শান্তিপুর্ণ উপায়ে দাবী দাওয়া জানানোর বিধান রয়েছে। অতএব শান্তিপূর্ণ উপায়ে যদি দাবী দাওয়া জানানো হয় সরকার তাতে বাধা দেয় না বরং দাবী দাওয়া মিটানোরই চেষ্টা করেন।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে National Emergencyকে দেশের প্রকৃত অবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে ভাল হবে এবং দেশের অবস্থা Deterioration করবে না তাত আমরা মনে করি না। বরং Emergency থাকায় মানুষের মনে একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। আমরা এখন যে সমস্ত কেলেণ্ডারে ছবি দেখি সেগুলিতে শিশুরা হাতে বন্দুক ধরে রেখেছে। এই ধরণের ছবি কেলেণ্ডারে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তিনি কি দেখেছেন ঐ সমস্ত ছবিতে যে ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারস বা ব্ল্যাক মার্কেটিং করছে। দৃষ্টিটা খারাপ থাকলে ভাল জিনিসকেও খারাপ দেখায়। দৃষ্টিটা যদি ভাল থাকত তাহলে তিনি একথা

বলতেন না। তারা বলেছেন যে শুধু বিরোধী দলকে আটক করার জন্য এই Emergency রাখা হয়েছে। আমরা বলি দেশের ক্ষুদ্র একটা অংশ যদি আটক থাকে এবং তাতে যদি দেশের নিরাপত্তা রক্ষা হয় তাতে দেশের কোন ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। আন্তর্জাতিক ভদ্রতার কথা তিনি বলেছেন ; কিন্তু যখন যুদ্ধ চলে তখন আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ চলে। যেমন রেড-ক্রস। যখন আমাদের বন্দীরা হিমালয়ের অপর পারে ছিল তখন শুধু রেডক্রসই আমাদের কাছে তাদের এনে দিয়েছে। আমরা দেখেছি যে হিটলার যখন যুদ্ধ ঘোষণা করেন তখনও তাঁর দেশের দূত অন্য দেশে ছিল। সেই দূতের কোন ক্ষতি তারা করে নি। তারা দূতকে বিমানে করে তার দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদেরও দূত চীন দেশে রয়েছে। তাদের দূতও আমাদের দেশে রয়েছে। কাজেই আন্তর্জাতিক ভদ্রতা আমাদের নষ্ট হয়নি। আমার মনে হয় এটা কোন যুক্তি নয়। সুতরাং আমি তার বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমার দাবী রাখছি এবং মূল দাবীর পক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I call on Shri Sunil Chowdhury.

শ্রীসুনীল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, Emergencyটা আমরা দেখতে পেলাম যখন চীন ভারত আক্রমণ করল। কিন্তু যখন পাকিস্তান আক্রমণ করে তখন Emergency আসে না। কিন্তু আজকে আমরা যে অবস্থায় এসে পৌঁচেছি তাতে আমার মনে হয় emergencyটা রাখা এখন সংগত নয়। কারণ চীনের সঙ্গে আজকে আমাদের যুদ্ধ নেই। চীন খানিকটা অঞ্চল দখল করে আছে এটা ঠিক। তাহলেও যুদ্ধের যে উত্তেজনা সেটা আমাদের আসছে না। সুতরাং দেশের জরুরী অবস্থা রাখার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। এটা শুধু রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এখনও চালু রাখা হয়েছে। অন্য কিছু উদ্দেশ্য এর পিছনে নেই।

Mr Speaker :— I would request the Hon'ble Member not to pass any remark on the action that has been taken by the Govt of India. Tripura State Court has no power to make any change in this respect.

শ্রীসুনীল চৌধুরী :— Hon'ble Speaker Sir, Emergencyর সময় কন্ট্রোল ছিল, চাউল, চিনি, এমন কি fuel যা ছিল তার উপরেও কন্ট্রোল ছিল কারণ এগুলির প্রয়োজন ছিল সামরিক উদ্দেশ্যে। কিন্তু আজকে সেই কন্ট্রোল নেই অর্থাৎ এগুলির সামরিক প্রয়োজন আপাততঃ ফুরিয়েছে। সুতরাং আমার মনে হয় এখনও যে emergencyটা রাখা হয়েছে সেটা শুধু গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শুদ্ধ করার জন্যই। সারা ভারতবর্ষের তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্য একটা ক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু এখানে আমরা বিধান সভায় দেখতে পাচ্ছি যে এখানকার opposition groupটাকে আটকে রাখা হয়েছে এবং জনসাধারণের কণ্ঠকে শুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখানকার জনসাধারণ তাদের প্রতিনিধি-দের মারফত তাদের বক্তব্য বলার সুযোগ পান না। আমরা emergencyর সুযোগ নিয়ে আরো ১২টি পুলিশ ফাঁড়ি খুলেছি জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখার জন্য। Emergencyর সময় আমরা দেখেছি স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হয়েছে, নানাবিধ টেক্স বসানো হয়েছে। তার ফলে কি হয়েছে? ফলে হয়েছে, যে জনসাধারণের সহযোগিতা যুদ্ধের সময় আমাদের প্রয়োজন সেই জনসাধারণের

সহযোগিতা আমরা হারিয়েছি। জনসাধারণের রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। Emergencyর সুযোগ নিয়ে মানুষকে depressed করা হয়েছে। সারা ভারতবর্ষে দেখুন স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্ত্তনের ফলে স্বর্ণকারদের কী ভীষণ অবস্থা, হাজার হাজার স্বর্ণকার আজ বেকার।

Mr. Speaker :— I would like to remind the Member that the gold control is under the Central Govt. So the Hon'ble Member cannot disscuss on this policy of Govt· of India as the Govt. of Tripura has no responsibility of it,

শ্রীসুনীল চৌধুরী :-- তা'হলে আমি বলব স্বর্ণ আইনের ফলে যারা বেকার হয়েছে তাদের কাজ দেওয়া উচিত ছিল। আর একটা কথা হচ্ছে খাদ্য। যুদ্ধ ত এমনিভাবে করা যাবে না, তার সঙ্গে খাদ্য চাই। ভারতবর্ষের আজকে কি অবস্থা, ঘরে ঘরে আজকে অনাহার। ত্রিপুরার কি অবস্থা ? পাহাড়ে, জঙ্গলে সর্ব্বত্র উপবাসের চেহারা। তারপরেও emergency রাখবার যে কি যৌক্তিকতা আছে তা আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই আমি বলব emergencyকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং বিরুদ্ধদলকে যাতে দাবিয়ে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাজেই এখানে emergency খাতে যে টাকাটি রাখা হয়েছে সেটা না রাখবার কথাই আমি বলছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Monoranjan Nath,

Shri Monoranjan Nath : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী যে Demand place করেছেন তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য সর্ব্বশেষ কথায় বলেছেন যে National emergency রাখবার কি যৌক্তিকতা আছে তা তিনি বুঝতে পারেন না। আমি বলব কোন লোকের যদি দেশের প্রতি আনুগত্য থাকে এবং তিনি যদি সুস্থ মস্তিষ্কের লোক হন তা হলে তিনি একথা বলতে পারেন না যে emergency র কোন প্রয়োজন নেই। এই emergencyর বিরুদ্ধে আমাদের বিধানসভায় মত গ্রহণ করবার অধিকার আছে কিনা সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। যে যে কারণে emergency Declaration করা হয় তা হল Internal disturbance in the country, aggression এইরূপ ক্ষেত্রে President যদি satisfied হন যে এখানে External Aggression, internal disturbance হচ্ছে তাহলে তিনি National emergency declare করতে পারেন। এই emergency সম্পর্কে আমার মনে হয় আমাদের বিধান সভায় এই যে discussion চলছে এটা বৈধ নয়।

Mr. Speaker :— I have given my rulling on that point.

Shri Monoranjan Nath :— যখন আমাদের দেশ শান্তিপূর্ণ ছিল এবং আমাদের নিকটবর্ত্তী রাষ্ট্র চীনের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল এবং যখন সেই বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে চীন বিশ্বাসঘাতকতা করে ১৯৬২ সালের October মাসে যুদ্ধ ঘোষণা না করে চীন আমাদের দেশ আক্রমণ করল। তখন আমাদের মহামান্য President দেখলেন দেশের মধ্যে emergency ঘোষণা করা দরকার। তখনই emergency ঘোষণা করা হল। চীন যদি আমাদের দেশকে আক্রমণ না করত তাহলে এটার কোন প্রয়োজন ছিল না। এখনও আমাদের দেশের সীমান্তে চীন সৈন্য মোতায়েন করছে, সময় সময় হামলা

করছে, গুলি ছুড়ছে। পাকিস্তান সেদিন জলাইয়া এলাকায় গুলি চালিয়েছে। এক্ষেত্রে আজকে তারা কি বলতে চান যে জলেয়ায় emergency নেই? আমি আগেই emergency সম্বন্ধে বলেছি তাদের যদি বোধগম্য না হয় বা বুঝবার যদি অক্ষমতা হয়ে থাকে তাহলে বলার কিছু নাই। কিছুদিন পূর্বেও আমরা দেখেছি কুর্তি এলাকায় পাকিস্তান গুলিগোলা ছুড়েছে কাজেই emergency নেই একথা বলার কোন যৌক্তিকতা নেই। বিরোধী দলের সদস্য একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন আমি তার উত্তর দিতে চেষ্টা করব। তারা বলেছেন যে দেশের সঙ্কট সময়ে D I rule প্রবর্তন করা হয়েছে এবং তার ফলে আর যা কিছু হউক না কেন Communist Party র ক্ষমতা Curtail করা হয়েছে। উত্তরে আমি বলব যে তারা আইনের অপব্যাখ্যা করেছেন কারণ article 359 of the constitution of Indiaতে বলা হয়েছে যে Emergency ঘোষণা করলেই কতকগুলি Right Curtail করা হয়। D I Rule এর আবশ্যকতা হয়। তিনি বলেছেন যে Emergency উঠে গেলেই এটা উঠে যাবে। সে আইন সংগত কথা নয়। Emergency উঠে গেলেও D I Rule থাকবে। এমন কোন আইন নাই এটা, Emergency উঠে গেলে উটা উঠে যাবে। আমরা আইন পড়ে শিখেছি লোক মুখে শুনে শিখি নি।

(Interruption from oppsition Bench)

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble member to let him go undisturbed

Sri MonoranjanNath :—কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লাকে ছাড়া হয়েছে একথা বলেই বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ আনন্দিত হয়েছেন। এটাতে আনন্দিত হওয়ার কারণ কি আমি বুঝতে পারলাম না, তার পেছনে আর কোন মতলব কি তাও বলতে পারলাম না। জেলের মধ্যে রাখার কারণ মানুষকে সংশোধিত করা। শেখ আবদুল্লাকে ১১ বৎসর জেলে আটক রাখার পর তার হয়ত সংশোধন হয়েছে তাই তাকে ছাড়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য যিনি একথা বলেছেন তিনিও জেল খেটেছেন এবং হয়ত সংশোধন হয়েছে তাই তিনি ছাড়া পেয়েছেন। তারপর বলেছেন জরুরী অবস্থার লক্ষণ বর্তমানে দেখা যায় না। তাঁর একথা উল্লেখ করে আমি বলব আগেও বলেছি যে চীন কলম্বো প্রস্তাব এখনও মানে নি। যদিও ভারত তা স্বীকার করে নিয়েছে তারপর আবার পাকিস্তানের সঙ্গে চীন মিতালী করেছে। বিরোধী দলের সদস্য এখানে বলেছেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভাল কারণ তাদের সঙ্গে খানা পিনা হয়েছে। এর উত্তরে আমি বলব যে Communist চীনের মাওসেতুং ও চৌ-এন-লাইর সঙ্গেও আমাদের নেতাদের খানাপিনা হয়েছে। তার সুযোগ নিয়েই আজ তারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে; তার জন্য তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভাল তাদের উদ্দেশ্য ভাল বলা চলে না। খানাপিনার মধ্য দিয়েও বিশ্বাসঘাতকতার কাজ হতে পারে। কাজেই জরুরী অবস্থা রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই একথা বলা ঠিক নয়। কারণ আমরা দেখেছি যে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যান্ত সমস্ত ভারতবাসী সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল প্রথম যখন চীন ভারত আক্রমণ করে এবং স্বর্ণ, অর্থ, রক্ত দিয়ে যে যেভাবে পারে সাহায্য করেছিল। সুতরাং এ অবস্থায় দেশের মধ্যে ঐক্য ছিল না একথা বলার কোন মানে নেই। তারপর আরেকটি কথা বলেছেন যে Factoryগুলিতে Strike হচ্ছে। সে সম্পর্কে আমি বলব যে যদিও দেশের কতকগুলি দেশদ্রোহী সমাজদ্রোহীকে জেলে আটকান হয়েছিল তথাপি কিছু সংখ্যক বাহিরে ছিল এবং তাদের

প্ররোচনায় এই সব Factoryতে Strike হয়েছিল। আরেকটি কথা বলা হয়েছে মুনাফা খোরদের সম্পর্কে যে তাদের মুনাফা বন্ধ করা যায় নি। সে সম্পর্কে আমি বলব যে যারা মুনাফাখোর তাদের প্রতি সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন এবং কোর্টে যদি প্রমাণিত হয় যে তারা মুনাফাখোর তাদের শাস্তির ব্যবস্থাও হয়ে থকে। এখানে বলা হয়েছে D I Rule এর মারফত Commuuistকে আটক করা হয়েছে ; সে সম্পর্কে আমি বলব দেশদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী যারা, যারা দেশের অভ্যন্তরে শান্তি বিঘ্ন করতে থাকে, তাদের আটক রাখাই প্রয়োজন দেশের স্বার্থে।

(A member of the opposition Banch Addrese Sri Nath)

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble member not to speak one another direct. They should address only chair and not one another.

শুধু Communist সদস্যকেই আটক করা হয়নি Communist ছাড়াও অন্যান্য দলের লোক আছে সুতরাং সরকার যখন বিবেচনা করেছেন যে তাদের যারা দেশদ্রোহীতা, রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্য হতে পারে antisocial activities হতে পারে তখনই তাদের আটক করবার প্রয়োজনীয়তা হয়েছে। আরেকটি কথা বলেছেন যে emergency দরকার নেই একথা সমস্ত Partyর লোকই বলেছেন এবং Parliamentএ declaration দেওয়া হয়েছে এই সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। এটা কোন Parliament থেকে উঠল সেটা বললে সুখী হতাম ; কংগ্রেস নাকি শক্তির দ্বন্দ্বে লিপ্ত এবং তার ফলে কামরাজ যমরাজ হয়ে এসেছেন একথাও বলা হয়েছে এবং যদি কামরাজ যমরাজ হয়ে থাকেন তাহলে Communistদের জন্যই হয়েছেন কারণ আমরা জানি যে পৃথিবীর সব দেশ স্বীকার করে নিয়েছেন যে কামরাজ পরিকল্পনা অত্যন্ত যুক্তি সংগত হয়েছে। এখানে বলা বয়েছে যে emergency নামে ১২টি out post খোলা যুক্তি সংগত নয়।

আমি বলব out post শুধু emergencyর জন্যই নয়, যে কোন সময় যে কোন জায়গায় যদি antisocial activities এবং criminal acfivities হয় এবং যেখানে জনসাধারণের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে বলে আস্তা করা হয়। সেই সমস্ত জায়গাই out post রাখা দরকার সরকার বিবেচনা করেন এবং তারজন্য এই ১২টি out post রাখা হয়েছে। স্বর্ণ আইনের কথা যেটা বলা হয়েছে যে, সে সম্পর্কে আমি বলব যে এটা কম্যুনিষ্ট চীন ভারত আক্রমণ করার ফলেই এই স্বর্ণ আইন করা হয়েছে এর যে অন্য কোন কারণ নেই তা communist চীনকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পার যাবে। কাজেই বিরোধীপক্ষ যেসমস্ত যুক্তি এখানে রেখেছেন তার কোন যৌক্তিকতা নাই তাই আমি মূল Demand এর সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমতী রেনু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড নং ৩৪ পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করছি। দেশ যখন আক্রান্ত হয়, দেশের নিরাপত্তা যখন বিঘ্নিত হয় তখন ইমারজেন্সির প্রয়োজন হয়। মাননীয় সদস্য বলেছেন ইমারজেন্সির কোন প্রয়োজন ছিল না। ভারতও কোনদিনই ইমারজেন্সির প্রয়োজন মনে করেনি। ভারত দীর্ঘদিন পরাধীনতার পর যখন স্বাধীনতা পেল তখন ভারত অর্থ নৈতিক অসুবিধা বোধ করছিল। তারপর ভারত সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মারফত সমাজতান্ত্রিক ধাচে সমাজ গড়বার জন্য এবং ভারতকে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যগ্র ছিল বা প্রতিরক্ষার ব্যাপারে দেশকে উন্নত করার দিকে দৃষ্টি না দিয়েই

দেশকে উন্নত করার জন্য চেষ্টা করছিল। ভারত ছিল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং অহিংসা ও সহাবস্থানই ছিল তার ভিত্তি এবং সেই হিসাবে সে চীনকেও তার নিজের ভাই বলে গ্রহণ করেছিল এবং প্রত্যেক প্রতিবেশী রাষ্ট্রকেই বন্ধু রাষ্ট্র ভেবেই পরিকল্পনা নিয়ে নিজের দেশকে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কি করে করা যায় তার চেষ্টা করছিল। কিন্তু চীন বিশ্বাসঘাতকতা করে ভারতের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ ভারতের নীতির বিরুদ্ধে, ভারতের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ভারত যখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং সমগ্র পৃথিবীর একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল তখন চীন দেখল যে তার দেশের লোক না খেতে পেয়ে লোকসংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং তাদের একনায়কত্ব আর টিকছে না তখনই ভারতের পরিকল্পনাকে বানচাল করার জন্য ভারতের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং ভারত ভূখণ্ডের একাংশ এখনও দখল করে রেখেছে। ভারত পূর্ব্বে ইমারজেন্সির প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। কিন্তু চীনের এই আক্রমণের পর যখন দেশের জাতীয় সংহতি এবং দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন তখনই ভারত ইমারজেন্সি ঘোষণা করে। ইমারজেন্সি ঘোষণা করার সাথে সাথে দেখতে পাই দেশের সর্বত্র জাতীয় সংহতি গড়ে উঠে এবং সমস্ত দেশবাসী স্বর্ণ দিয়ে, অর্থ দিয়ে, রক্ত দিয়ে দেশকে সেই আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। এখানে ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার তিনদিক পাকিস্তান বেষ্টিত এবং পাকিস্তানের সেই হাঙ্গামা লেগেই আছে। আরও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে পাকিস্তান চীনের সঙ্গে মিতালী করছে সেই চীন এবং পাকিস্তানের যে সুপরিকল্পিত নীতি সেই নীতির ফলেই আজ উদ্বাস্তুদের রিক্ত হস্তে ত্রিপুরাতে তথা ভারতে দলে দলে প্রবেশ করছে এবং আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিপর্যাস্ত করার জন্য ভারতের নীতির উপর চেলেঞ্জ করে দলে দলে ত্রিপুরাতে তথা ভারতে পাঠাচ্ছে। চীন ভারত আক্রমণ করার জন্য ক্রমাগত তার সমর সামগ্রী বাড়াচ্ছে। মাননীয় সদস্য এ অবস্থায় কি করে বলতে পারেন যে দেশে ইমারজেন্সি নাই আমি তা বুঝতে পারিনা। কাজেই আমি বলব যে তাদের এখনও সমাজ বিরোধী মনোভাব রয়েছে তা না হলে ইমারজেন্সি নাই একথা তিনি বলতে পারেন না। কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লার কথা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি বলব যে কাশ্মীর সরকার তাকে যখন আটক রাখা বিবেচনা করেছেন তখন আটক করেছেন আবার যখন ছেড়ে দেওয়া বিবেচনা করেছেন তখন ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের যারা ডেটিনিউ আছে তারা শুধু কম্যুনিষ্ট নয়, আমার পূর্ববর্তী মাননীয় সদস্যও বলেছেন যে তারা অন্য সম্প্রদায়েরও আছে। সরকার যাকে সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী বলে সম্বোধন করছেন, যাদের দ্বারা দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপদ বিঘ্নিত হতে পারে তাকেই আটক রাখা হয়েছিল। কাশ্মীর সরকার শেখ আবদুল্লাকে জেলে রেখেছিল এবং জেল থেকে হয়ত তার মত পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং ছাড়া পেয়েছে। আবার যদি তাকে আটকানো প্রযোজন হয় তবে সরকার আবার সে রকম ষ্টেপ নিতে পারেন। আমাদের ডেটিনিউদের মধ্যেও কেউ কেউ ছাড়া পেয়েছেন।

কাজেই সমস্ত খবর না জেনে আমরা তার সমালোচনা করতে পারি না। আরেকটি কথা বলা হয়েছে যে ইমারজেন্সীর সময়ও খানাপিনা, আমোদ আহ্লাদ, কিছুই বাদ যায় না। তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেছেন যে পাকিস্তান থেকে ভুট্টো এসে আমাদের এখানে খেয়ে গেছেন ইত্যাদি। ভুট্টো এসে যদি খেয়ে যেয়ে থাকেন তাহলে আমাদের কোন ক্ষতির কারণ হয় নি কারণ ভারত সবসময়ই তার নীতি

মেনে চলে। ভারতের যত বড় শত্রুই হউক না কেন সে আমার দেশে এসে যদি আতিথ্য গ্রহণ করে তাহলে আমরা সহজেই তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে থাকি। আরেকটি কথা বলা হয়েছে যে কামরাজ যে পরিকল্পনা সেটা যমরাজ পরিকল্পনা হয়েছে। কিন্তু মাননীয় সদস্য যদি তার চোখের স্বচ্ছ কাচ সামনে রেখে তাকিয়ে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এই কামরাজ পরিকল্পনা প্রতিটি দেশের প্রশংসা অর্জন করেছে কংগ্রেস যে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করেছে, লোভী যে কংগ্রেস নয় তার একটা জলন্ত দৃষ্টান্তই হচ্ছে এই কামরাজ পরিকল্পনা। তারা যে আত্মত্যাগ করতে কোন দিনই কুণ্ঠা বোধ করে না তার প্রমাণ আজ কংগ্রেস দিয়েছে। কাজেই আমরা দেখতে পাই যে এখানে ডিফেন্সের জন্য রাখা হয়েছে ২৫ হাজার টাকা তার মধ্যে দেখা যায় যে ২০ হাজার রাখা হয়েছে সিভিল ডিফেন্সের জন্য এবং বাকী ৫ হাজার রাখা হয়েছে বিভিন্ন রকমের যথা ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু ইত্যাদি ডেটিনিউসদের পরিবারবর্গের এলাওয়েন্স সরবরাহ করার জন্য এবং এটা একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব।

Mr. Speaker :—I would now call on Sri Gopesh Ranjan Deb.

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে Demand No 34 Expenditure Connected with National Emergency, 1962 রেখেছেন আমি তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখব। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণের বক্তৃতা শুনে আমি অবাক হচ্ছি এ জন্য যে জরুরী অবস্থার কি কারণ আছে সেটা তাঁরা খুঁজেই পাচ্ছেন না। আমি বলব চীন ভারতবর্ষ যখন আক্রমণ করে তখন ছিল ১৯৬২ সন। তখন যে অবস্থা ছিল, এবং এখন যখন আমাদের শত্রু রাষ্ট্র চীন পাকিস্তানের সাথে মিতালী করেছে তখন এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং Emergencyরও প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি বলব এখনই Emergencyর প্রয়োজন বেশী। সে জন্য আমাদের মাননীয় Deputy Minister বলেছেন যে Emergency অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য থাকবে এবং কতদিন থাকবে তার ঠিক নেই। আজ যখন দুই শত্রু মিলিত হয়েছে তখন-ই আমাদের বন্ধুজন Emergency থাকার কারণ খুজে পেতেছেন না। তাঁদের বক্তব্য একেবারেই যুক্তিহীন। ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্য বলতে গেলে পাকিস্তানের পকেটে। তিনদিক দিয়েই পাকিস্তান, উত্তর সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করছে, trench খুঁড়ছে, ভারতের অনেকখানি জায়গা চীন দখল করে আছে আর আমাদের বন্ধুগণ বলেন যে এ সময় Emergencyর দরকার নেই। তা ছাড়া তাঁরা বলেন যে শেখ আবদুল্লাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। শেখ আবদুল্লাকে ছাড়ার প্রশ্নের সহিত ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত হতে পারে না। শেখ আবদুল্লাকে ঠিক যে কারণে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে Emergencyর সময়ে যারা আটকবন্দী আছে তাদেরকেও সে কারণে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাঁরা বলেছেন জেলে দেওয়া সংশোধনের জন্য। অতএব যার মনোভাব সংশোধন হয়েছে তাকে নিশ্চয়ই জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ইহা কাশ্মীর রাজ্যের ব্যাপার। কাশ্মীর সরকারই তা ভাল করে জানেন। তাই বলে সমস্ত আটকবন্দীকে ছেড়ে দেওয়া হবে বা Emergency উঠিয়ে দেওয়া হবে তার সম্ভাবনা নেই। আর একটা কথা উঠেছে আমরা এমেরিকাকে বণ্ড দিয়েছি যে এমেরিকা আমাদিগকে যেসকল যুদ্ধ সরঞ্জাম সাহায্য দিয়েছে সেটা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করব না। এ কথার অর্থ এই

নয় যে পাকিস্তান আমাদিগকে আক্রমণ করলে আমরা আত্মরক্ষা করব না। এমন কথা হতেই পারে না। আমরা অবশ্য পর রাজ্য আক্রমণ করব না। কিন্তু আমরা আক্রান্ত হলে নিশ্চয় আত্মরক্ষা করব। Parliamentএ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু বলেছেন পররাজ্য আমরা আক্রমণ করব না কিন্তু আক্রান্ত হলে আমরা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করব। তারপর আর একটা কথা হয়েছে যে Emergency কোথায়। আপনারা তো আমোদ আহ্লাদ করছেন, পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সদিচ্ছা মিশন প্রভৃতি বিনিময় করছেন, এক দেশের লোক আর এক রাষ্ট্রে খানাপিনা আমোদ আহ্লাদে উৎফুল্ল আছেন। তথাপি বলছেন Emergency. তবে কি আমরা Emergency এর সময়ে রাস্তায় বসে কাঁদব তবেই বুঝা যাবে যে Emergency আছে। বরং আমি বলব Emergencyতে আমোদ আহ্লাদ mental recreation অত্যন্ত প্রয়োজন যাতে জনসাধারণের মন স্বাস্থ্য, সবল ও সতেজ থাকে। সে জন্যই স্থানে স্থানে Communinty Radio set দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণ এগুলোর মারফতে জাতীয় সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছে এবং জনসাধারণের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হচ্ছে। তারপর বলা হয়েছে Emergency বললেই কি চীন লেজ গুটিয়ে চলে যাবে? আমরা শুধু Emergencyর কথা বলছি তার জন্য প্রস্তুতিও হচ্ছে কিনা তা' এ বাজেট দেখলেই মাননীয় সদস্যগণ বুঝতে পারবেন। এ বাজেটে তার জন্য টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ টাকা হতে আমাদের এখানে যারা detenue আছে তাদেরকে কিছু কিছু ভাতা দেওয়ার জন্যও টাকা খরচ করা হয়। Emergency এর ব্যপারে আমাদের অফিসারকে Training দেওয়া হচ্ছে, এখনো নাগপুরে ৩১ জন অফিসার Emergencyর traning নিচ্ছেন। দু'হাজারের উপরে Homegruard নেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে traning দেওয়া হয়েছে। দু'হাজার সাত শত Homeguard নেওয়ার Scheme আমাদের করা হয়েছে। এ Homeguardদিগকে প্রয়োজনীয় সময়ে গৃহ রক্ষার কাজে লাগানো হবে যখন normal police force কে বর্ডার রক্ষার কাজে নিযুক্ত করা হবে, তখন এই Homeguard, N C C, A C C তে যারা training প্রাপ্ত হয়েছে তাদিকে গৃহ রক্ষার কাজে নিয়োগ করা হবে। অতএব আমরা শুধু Emergency বলে চীৎকার করছি এ কথা ঠিক নয়। তারজন্য আমরা প্রস্তাবও করছি। মাননীয় সদস্য বলেছেন আমরা Mlitary Solution চাই না Political Solution চাই। চীন যখন অনেকখানি জায়গা জোরকরে দখল করে আছে তখনও আমরা আলাপ আলোচনা চালিয়েছি শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্যা মীমাংসা করার জন্য। অতএব আমরা Emergency রেখেছি চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য নয় আমাদের আত্মরক্ষা করার জন্য। তাই Political Solution ই আমরা চাই। তারপর কথা উঠেছে কামরাজ যমরাজ হয়ে দেখা দিয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষেই এটা সম্ভব, কংগ্রেসের বড় নেতা কামরাজ মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করে একটা বিরাট দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন এবং এ দৃষ্টান্ত আরও অনেকে অনুসরণ করেছেন। অন্য কোন দলের নেতা এরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন নি। তারপরে বলা হয়েছে Emergency তে tour এর সংখ্যা বেড়ে গেছে। Emergency তে tour তো বেশী হবেই কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে Emergencyর ব্যপারে সর্ব্বদা আলাপ আলোচনা করার প্রয়োজন পড়েছে। কাজেই একথা যুক্তিহীন। তারপর বলা হয়েছে সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়ে শুধু Police Military দিয়ে আমদের দেশ রক্ষা হবে না। Police ও মিলিটারীকে দিয়ে হবেনা তো কাকে দিয়ে হবে?

মিলিটারী ও পুলিস এ দেশেরই লোক। এ দেশের লোকজন দিয়েই মিলিটারী ও পুলিস force গঠন করা হয়েছে। তা ছাড়া তাঁরা বলেছেন জনসাধারণের হাতে Arms Ammunition কোন দেশেই দেওয়া হয় না। কারণ দেশের মধ্যে যারা সমাজবিরোধী আছে তাদের আত্মঘাতী কার্য্যকলাপ এতে বৃদ্ধি পাবে, সেজন্যই arms ammunition যেখানে সেখানে দেওয়া হয় না। তারপর Emergency তে মুনাফা শিকারের কথা যা বলা হয়েছে। আমাদের মাননীয় সদস্য করুণাময় নাথ চৌধুরী স্পষ্টই বলেছেন যে কংগ্রেসের রাজত্বে মুনাফা শিকারীরা রেহাই পায় না তার প্রমাণ বিখ্যাত Mundra case. মুনাফা শিকারীদের আমরা ঘৃণা করি। Emergency যখন ভারতের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন তখন ভারতবর্ষের অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীরা কথা দিয়েছিলেন যে তারা অতিরিক্ত মুনাফা করবেন না এবং সরকারকে সাহায্য করবেন, তাদের কথা তারা অক্ষুন্ন রেখেছেন। মাননীয় সদস্য হয়ত একথা জানেন না কারণ তখন তিনি বাইরে ছিলেন না। তারপরেই বলা হয়েছে Hungry people নিয়ে শত্রুকে রোখা যায় না। কিন্তু আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের লোক ক্ষুদার্থ হলেও অন্য দেশে চলে যাচ্ছে না। অথচ পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ লোক এখানে চলে আসছে। পৃথিবীতে আরও দেশ আছে যে দেশের লোক ক্ষুদার্থ হয়ে অন্যদেশে চলে যাচ্ছে দেশের নামটা না হয় নাই বা বললাম। কাজেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে এবং সেটা চেষ্টা করাও হচ্ছে। তারপরে বলা হয়েছে শুধু Communist partyকে দুর্ব্বল করবার জন্যই Emergency বা D. I Rule প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। ভারতের অন্য কোন দলই এটা সমর্থন করে না। কিন্তু আমি যতটা জানি একমাত্র Communist party ছাড়া ভারতের অন্যান্য ছোট বড় রাজনৈতিক দল সমর্থন করেছে যে Emergencyর প্রয়োজন আছে। যারা অন্য দেশের রীতিনীতি বা মনোভাব পোষণ করেন তারাই শুধু এটা সমর্থন করতে পারেন না। তারপরে বলা হয়েছে Emergency এর সুযোগে স্বর্ণ আইন প্রবর্ত্তন করে স্বর্ণকারদের ক্ষতি করা হয়েছে কিন্তু আমি দেখেছি Emergency আছে বলেই আমাদের মায়েরা বোনেরা স্বেচ্ছায় স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছেন। সেটা খুব সুখের বিষয়। তারপরে কথা হয়েছে মুমূর্ষু রোগী ঘরে রেখে যুদ্ধ করা যায় না। মুমূর্ষু রোগী যে ঘরে আছে তা' একজনের হতে পারে। এটা একজনের কথা, কিন্তু Emergency আজ একজনের জন্য নয়। সমগ্র জাতির জন্য, সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য। অতএব তাঁদের বক্তব্য যুক্তিযুক্ত নহে। তারপর কথা হয়েছে পুলিস আরও বাড়ানোর দরকার হয়েছে জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখার জন্য। এত পুলিস থাকা সত্বেও সমাজবিরোধী যারা তাদের অনেকে আজও পলাতক আছে। অতএব আরও বেশী বর্ডার পুলিস রাখা প্রয়োজন। স্বর্ণ আইনের দ্বারা স্বর্ণকারদের ব্যবসা নষ্ট হয়েছে। সরকার সেজন্যই তাদের ছেলেমেয়েদের পড়ার ব্যবস্থা করেছেন। তারপর survey scheme আছে। সমস্ত দেশকে survey করে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের জন্য উপযুক্ত বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য সরকার চিন্তা করছেন। অতএব আমি মনে-করি Emergencyর যে প্রয়োজন তা যুক্তিযুক্ত।

Mr. Speaker :—I would now Call on Hon'ble Deputy Minister to reply.

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার এই Demend এর ব্যয়বরাদ্দের দাবীর সমর্থনে আমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম সে বক্তৃতারই পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছি।

Mr. Speaker:—Repeatation is not allowed.

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক:—Sir, I am telling in other way.

Shri M. L. Bhowmik :— জঙ্গীবাদী কম্যুনিষ্ট চীন সরকার এবং আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী পাকিস্তান রাষ্ট্রের আমুবশাহী সরকারের যে আক্রমণাত্মক মনোভাব সেটা দিবালোকের মত স্পষ্ট। আমরা ভারতবর্ষের মানুষ, আমরা চাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষা করতে, ভরতের গণতন্ত্র রক্ষা করতে। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা বা তার সার্ব্বভৌমত্ব বিপন্ন হবার আশঙ্কা থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের জরুরী অবস্থা থাকবে। মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যবৃন্দ এই Demand আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক যুক্তির অবতারণা করেছেন যে আমাদের দেশের জরুরী অবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন। তবে মাননীয় সদস্য ইসলাম যে যুক্তি দেখিয়েছেন এটা অত্যন্ত হাস্যকর যুক্তি। তিনি বলেছিলেন যে আমাদের মন্ত্রী স্বর্ণসিং পাকিস্তান গিয়েছিলেন এবং পাকিস্তানের ভুট্টো সাহেবও ভারতে এসেছিলেন এবং তাদের মধ্যে খানাপিনা হয়েছে। আর সম্প্রতি ভারত সরকার তিনি পত্রিকা মারফত সংবাদ পেয়েছেন, তারা শেখ আবদুল্লাকে মুক্তি দিচ্ছেন। এই যুক্তির বলে তিনি বলেছেন যে ভারতবর্ষে আর জরুরী অবস্থা থাকা উচিত নয়। তাঁরা যদি মনে করেন যে, চীন এবং পাকিস্তানের আক্রমনাত্মক মনোভাব নেই তাহলে তাঁরা ভুল করবেন বলেই আমি মনে করি। কারণ চীন, পাকিস্তান যেভাবে আমাদের সীমান্তে বার বার সৈন্য সমাবেশ করছে এবং সীমান্ত দিয়ে আমাদের জমি দখল করবার চেষ্টা করছে তাতে এই যুক্তির কোন অর্থ হয় না। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে জলাইয়ার কিছু জায়গা পাকিস্তান দখল করে রয়েছে। চীনের কথা নাই বললাম। চীন কলম্বো প্রস্তাব অস্বীকার করেছে এর দ্বারাই তাদের মনোভাব স্পষ্ট যে তারা ভারতের সঙ্গে কোন শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসতে চায় না। সেই অবস্থায় পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের alliance রয়েছে। কাজেই এই অবস্থায় জরুরী অবস্থার কেন অবসান হওয়া উচিত তা আমি জানি না।

মাননীয় সদস্য ইসলাম বলেছেন যে ভারতের কোন সংহতি নেই। তার কারণ এখানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হচ্ছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে পাকিস্তানে যে বর্ব্বরোচিত সংখ্যালঘু নিধন হয়েছে তার প্রতিবিধানে পাকিস্তান সরকার কি করেছেন। আমাদের মাননীয় President যখন প্রস্তাব করেছিলেন যে দুই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে যুক্তভাবে আমরা একটা statement দিই সেই প্রস্তাব পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এখানে নানা জায়গায় নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ত্রিপুরাতে কোন হাঙ্গামা হয়েছে বলে আমি জানি না। ছোটখাট কয়েকটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু ত্রিপুরা সরকার কঠোর হস্তে তা দমন করেছেন। অন্যান্য স্থানেও ভারত সরকার কঠোর হস্তে দাঙ্গা দমন করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন যদি দেশকে রক্ষা করতে হয় তা হলে দেশে জনসাধারণকে নিয়ে মিলিশিয়া গঠন করতে হবে। হ্যাঁ, শুধু সৈন্যরা দেশ রক্ষা করতে পারে না। দেশের জন্য ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এজন্য যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তারা রক্ষা করবে। তা কি হয় নি? তাছাড়া আমাদের Defenceকে শক্তিশালী করবার জন্যে আমাদের কৃষককুল যেভাবে কঠোর শ্রম করছে সে কথাও তাঁরা জানেন। কোন জায়গায় Factoryর লেবাররা যদি বিক্ষুব্ধ হয়ে কোন অপ্রীতিকর

ঘটনার সৃষ্টি করে থাকে তাহলে জাতীয় সংহতি নষ্ট করেছে বলে আমি মনে করি না। তাদের employer এর বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ থাকতে পারে। যদি কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বাহির থেকে উস্কানি দিয়ে থাকে তাহলেও তা হতে পারে। আমরা এন, সি, সি ট্রেনিংকে কলেজে Compulsory ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছি। তার খবর আপনারা নিশ্চয়ই রাখেন। এটাই আমাদের মিলিশিয়া। মাননীয় আরেক সদস্য বলেছেন যে আমরা ত্রিপুরাতে আরো বারটি নূতন পুলিশ আউট পোষ্ট করছি। আমি বলব এগুলি ত্রিপুরার প্রয়োজনেই করা হচ্ছে। তিনি কি করে প্রমাণ করলেন যে ত্রিপুরার আভ্যন্তরীন গোলযোগ ঘটবে না। শুধু ত্রিপুরাতেই নয় ভারতের অন্যান্য স্থানেও চীন ও পাকিস্তানের গুপ্তচর যে আছে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কাজেই রাজ্যের আভ্যন্তরীন শান্তি বিঘ্নিত হবে না এই মনে করেই যদি আমরা পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি না করি তা হলে সেটা অবাস্তব হবে বলে আমি মনে করি। তাঁরা বলেছেন যে D. I. Rule কমিউনিষ্ট লোকদের আটক করার জন্যই করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক অবস্থা কি তাই? কমিউনিষ্ট পার্টি'র লোক ছাড়াও অন্য লোক এই আইনে আটক হয়েছেন। এটা হয়েছে ভারতবর্ষের স্বার্থে। Detenuesদের সম্পর্কে আমাদের ত্রিপুরা সরকার বিচার বিবেচনা করছেন। কাজেই তাদেরকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটকে রাখা যাচ্ছে না। তারাও ভাবতে শিখেছে যে এদেশ তাদের এবং তাদেরও এদেশ রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে। এই যখন সরকার বুঝতে পেরেছেন এবং লক্ষ্য করেছেন যে তাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে তখনই সরকার তাদের মুক্তি দিয়েছেন। জরুরী অবস্থা আমাদের আছে এবং তা কতদিন চলবে তা আমি জানি না। আশা করি House সর্ব্ব সম্মতিক্রমে আমার এই দাবী সমর্থন করবে।

Mr. Speaker :—The Discussion on Demand for grant No. 34-Expenditure connected with National Emergency, 1962 is closed. There is no Cut Motion on this Motion. So, I shall now put the Motion to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 25,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 34-Expenditure connected with National Emergency, 1962.

As many as are of that opinion will please say "Ayes", (voices :- Ayes)

As many as are of that contrary opinion will please say Noes (No voice) Ayes have it. The motion is passed.

Now I pass on to the next item. I would now call on Hon'ble Minister to move his Demand for grant No 41-grants to State for Developmental Purposes.

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি হাউসে আমার Demand No. 41 পেশ করছি। আশা করি হাউস সর্বসম্মতিক্রমে উহা গ্রহণ করিবেন।

On the recommendation of the Administration I beg to move that a some not exceeding Rs. 1,72,500/-(inclusives of the sum specified in the column 3 of the schedule to the Appropration (vote on Account) Bill 1964), be granted to

defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of demand No. 41-Grants to state for Developmental purposes.

On the recomendation of the Administrator I beg to move that a sum of not exceeding Rs 8,22,500/-(inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1964) be granted to the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st day of March 1965 in respect of Demand No 25 (Major Head 39-Miscellaneous social and Development organisations.

Dmand No. 41 এ আমি যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেছি সেটা ত্রিপুরার জনস্বার্থের প্রয়োজনে অত্যন্ত জরুরী কারণ আমরা ত্রিপুরার শিল্পকে, ত্রিপুরার কৃষককে এবং তাদের অর্থনৈতিক মানের উন্নয়নের চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাবাসী যারা তাদের গৃহাদি ঠিক ঠিক ভাবে অর্থব্যয়ের জন্য নির্ম্মাণ করতে পারছে না তাদের সাহায্যের জন্য Slum Clearance এর জন্য আগরতলা Municipalityকে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করেছি Slum একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করছে তার জন্য আমরা একটা Provison রেখেছি। কাজেই এই যে দাবী আমার under Demand No 41 সেটা জনস্বার্থে অত্যন্ত জরুরী। আমার দ্বিতীয় দাবী হচ্ছে যে ৮ লক্ষ ১২ হাজার ৫ শত টাকা, সেটাও জনস্বার্থের প্রয়োজনে ; কারণ ত্রিপুরার জনসাধারণের অর্থ নৈতিক মান, শিক্ষাগত মান, সামাজিক মান, এবং সর্ব্বোপরি ত্রিপুরার সামগ্রিক কল্যাণের জন্য কি প্রয়োজন তা নির্দ্ধারণের জন্য National sample survey করা হচ্ছে; সেটাকে ভিত্তি করে পরিকল্পনা রচনা করা হয়। কাজেই এইযে পরিকল্পনা হচ্ছে ত্রিপুরার সামগ্রিক কল্যাণের জন্য। কাজেই এই খাতে যে দাবি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, দ্বিতীয়ত procurement, সেটা আরও প্রয়োজন জনস্বার্থে এবং এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে এটা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। আমার এই যে দাবী আশাকরি House সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :— Shri Atiqul Islam

Shri Atiqul Islam :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় statistical department সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাইছি। statistical deptt. যেটা আছে তার কাজ হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থনৈতিক যে অবস্থা তার সম্পর্কে বিভিন্ন রকম তথ্য সংগ্রহ করা এবং পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা কিন্তু আমরা দেখি যে সমস্ত bulletinগুলি বেরোবার কথা সেগুলি regularly বেরোয় না। quarterly bulletin যেটা নাকি statistical deptt থেকে regularly বেরোবার কথা সেটা দেখা যায় ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে আর প্রকাশিত হয়নি। statistical outline এবং statistical abstract যেটা, সেটা ১৯৬২ এর পর আর published হয় নি। এগুলি যে ঠিক ঠিক প্রকাশিত হয় না তা আমি জানি না। block এর under এ progress assistant বলে একজন কর্মচারী আছেন। তার fuction হচ্ছে সেই areaতে যে কাজ হচ্ছে তার হিসাব নিকাশ দেওয়া। statistical deptt staff কিন্তু কাজ করেন under B D O. naturally

দেখা যায় progress assistant and statistical officer'রা individual wayতে কাজ করতে পারেন না এটাই হচ্ছে তাদের grievence অনেক সময় দেখা যায় B D O progress assistant যে report দেয় সেটাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখান। কাজেই আমি বলব যে তারা যাতে individual wayতে কাজ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হোক। আমরা জানি একটা evalution commitee গঠন করা হয়েছে এবং তার মাধ্যমে এই সমস্ত কাজের enquiry হয়ে থাকে। কিন্তু এই evaluation committee বা তার কোন report houseএ এ পর্য্যন্ত পেশ করা হয় নি। দাবি রাখব এই report house পেশ করা হোক। এই committee এর purpose হচ্ছে কাজের programme দেখা। তাদের report পেলে B D O এর যে report তার সঙ্গে compare করে দেখতে পারি তার সত্যতা কত টুকু। কাজেই B D O departmentally যে report পাঠাচ্ছে কাজেই সেটায় অসত্যতা বা গোলমাল যা আছে তা বন্ধ করার জন্য এই evaluation committee গঠন করা হয়েছে। "let them submit that reports of the National sample survey তারা social economy র উপর survey করছেন। এবং land utilisation করেন। এই সমস্ত কর্ম্মচারী central institution এবং directionএ statistical deptt এ কাজ করে থাকেন। তাদের কাজের form ও design central govt দিয়ে থাকেন এবং তার ভিত্তিতে তারা তথ্য collection করেন। আমরা যদি কোন data বা information নিতে চাই তবে সেটা তাদের জানাতে হবে তবেই central govt থেকে design আসবে। সে সম্পর্কে আমাদের Ministry কোন চিন্তা করেছেন কিনা জানিনা। তবে ত্রিপুরা যাতে সেই রকম form করে নিতে পারে তা দেখা দরকার। যেমন cost of cultivation কি হয় আমরা জানতে পারি না। আমরা জানি না কৃষকদের ধানের পরিমাণ বেড়ে per head কত আছে। আমরা কোন পুস্তক পুস্তিকার মধ্যে এটা দেখতে পাইনা। কারণ তারা central govt'র instruction and dirction এ কাজ করছেন। কাজেই correct sugges-tion তাদের না দিলে তাদের কাছ থেকে কোন কাজ আশা করতে পারি না। আমি শুনলাম আমাদের এখানে Nationl Income সম্পর্কে survey start করা হয়েছিল এবং তার পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে; কারণ এই কাজটা অত্যন্ত অসুবিধা জনক। আমার মনে হয় সেটাকে programme করে নেওয়া দরকার। কারণ national income সম্পর্কে একটা facts আমাদের জানা থাকা দরকার। একটা জিনিষ এখানে বলতে চাই যে statisticat deptt এ কিছু staff এর shortage আছে। যেখানে ২জন statistical officer বা progress assistant দরকার সেখানে হয়ত একজনকে appointment দেওয়া হয়েছে আর এক জনকে আমার কিছু কিছু information যা আছে তাতে দেখা যায় promotion ব্যাপারেও staff এর মধ্যে grievences আছে। N S S staff এর মধ্যে এমন আছে যাদের seniority ignore করে junior কে promotion দেওয়া হয়েছে। সে সম্পর্কে এই ঘটনায় যাদের নাম জানি তাদের কথা এখানে উল্লেখ করব না কারণ মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এই সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল আছেন। কাজেই ভাল করে তদন্ত করবেন legitimate claim যাতে ignore করা না হয় এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Krishnadas Bhattacharya.

Shri Krishnadas Bhattacharya :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Demand No. 41

এবং Demand No 23 যাহা মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করছি। এবং সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে Statistical Dept. Procurement Deptt ইত্যাদি Micellaneous, Social, Development organisation এবং grant to state for Development purposes খাতে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ধরা আছে। Block এর সম্বন্ধে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য বলেছেন, Evaluation Committeeর report পেশ করা হয় না কেন? Evaluation Committee কাজ করছেন খুব বেশী দিন হয় নি। সুতরাং Evaluation Committeeর report যখন তৈরী হবে তখন তারা তা জানতে পারবেন। আশা করি Evaluation Committee মোটামোটি ভাবে on paper as well as practically কাজগুলি দেখে যাচ্ছেন। Evaluation Committeeর report যখন তৈরী হবে, out হবে তখন নিশ্চয়ই তারা দেখতে পাবেন। Evaluatian Committee কয়েক জন সদস্য ইতিমধ্যে কয়েকটা Block পরিদর্শন করেছেন। এতে কোন ত্রুটি পাওয়া গিয়েছে বলে আমার জানা নেই। Progress Assistant এর report B D Oর মারফতে পাঠানো হয়। তাতে কোন আপত্তির কারণ নেই। তবে Progress Assistant এর reportএ যদি কোন ভুল ভ্রান্তি থাকে তবে Block এর Higher officer যিনি আছেন B D O তিনি ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করে দিতে পারেন। তাই বলে Progress Asstt. এর report B D O এর মারফতে আসে বলে তাতে সন্দেহ করা উচিত নয়। সে report B D O change করবেন বলে বা অন্য রকম করে দেবেন বলে আমার মনে হয় না। অবশ্য সে reportএ যদি কোন গণ্ডগোল থাকে তবে সেটা নিশ্চয়ই তিনি ঠিক করে দেবেন। এ জাতীয় কোন অভিযোগ সরকার পেয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। তারপর আর একটা হল Statistical Department এর কাজকর্ম ঠিক ঠিক ভাবে চলতে গেলে আরও staff এবং machinery দরকার। সে জন্য machineryর ব্যবস্থা হচ্ছে, Statistical Dept. এর কাজ কর্ম যাতে ভাল ভাবে চলতে পারে সেজন্য কিছু staff কে trainingও দেওয়া হচ্ছে। একথা সত্য যে correct statistics এর উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। Scheme এর কাজকর্মও planning correct staff এর উপর নির্ভর করে। সেই জন্য statistical Deptt এর যে staff ও machinery দরকার তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ জন্যই Demand রয়েছে আমি তা সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Sri Sunil Kumar Choudhury

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে procurement সম্পর্কে জিরাতিয়াদের কাছ থেকে যে ধান procurement করা হতো তা বর্ত্তমানে করা হয় কিনা জানতে চাই। Procurement Department যদি ফসল উৎপাদনের সময়ে কৃষকের কাছ থেকে একটা নির্দ্ধারিত মূল্যে ফসল ক্রয় করেন তা হলে কৃষকরা সেই সময়ে যে অল্প মূল্যে ধান বিক্রি করে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা থেকে রক্ষা পেতো। আমি জানি না কোন মূল্য নির্দ্ধারিত আছে কিনা, যদি থাকে তার মাধ্যমে সেই ধান Procure করা যায়। কিভাবে ধান Procure করা হয় এ বিষয় আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Speaker :—I would now Call on Sri Umesh lal singh

শ্রীউমেশ লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে House এ মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয় যে Demand No. 41 এবং তাতে বরাদ্দকৃত অর্থ চেয়েছেন for 23 No ১,৭২,৫০০ টাকা এবং Demand for grant এ যে অর্থ বরাদ্দ রেখেছেন তা হল ৮,২২,৬০০ টাকা। আমি মনে করি এ দুটো Demand এর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে এবং যে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা যথোপযুক্ত রাখা হয়েছে; সেজন্য আমি ইহা সমর্থন করছি। এখানে দেখছি Demand No 41 এ আছে grants to state for Development purpose এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে village housing project scheme এর জন্য রাখা হয়েছে ৩০,০০০টাকা এবং subsidised industrial housing scheme এর জন্য রাখা হয়েছে ১,২৫০০ টাকা এবং slum clearance scheme এর জন্য রাখা হয়েছে ১৭,৫০০ টাকা, এ গুলির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তার জন্য এখানে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে আমি তার সমর্থন করছি। evalution committee সম্বন্ধে একটা কথা বলা হয়েছে তাঁরা কি কাজ করেছেন না করেছেন সে সম্বন্ধে একটা report publish করা দরকার। কাজেই এর ভিতরে সে কাজ অনেকটা বেশী দেখানো হয়েছে বলে কটাক্ষপাত করা হয়েছে তা উচিত নয়। এই committee প্রত্যেকটি block ঘুরে দেখবে, স্থানীয় লোকদের নিয়ে এবং বিশিষ্ট লোকদের নিয়ে এ কমিটি করা হয়েছে। এবং B D O এই কমিটির secretary, অতএব স্থানীয় বিশিষ্ট লোকেরা যেখানে রয়েছেন সেখানে B D O ইচ্ছামত কিছুই করতে পারেন না। একটা মিথ্যাকে সত্যরূপে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—I draw the attention of the Honb'le Speaker that word "মিথ্যাকথা" used by the Honb'le Member Umesh lal singh is unparliamentary.

Mr. Speaker:— Yes this is unparliamentary and this should not be uesd.

শ্রীউমেশ লাল সিংহ : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলেছি যে একটা মিথ্যাকে সত্য হিসাবে দাঁড় করাতে চেষ্টা করা হয়েছে, যে কমিটির মধ্যে জনসাধারণ রয়েছেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন তার মধ্যে যেটা সত্যিকারের ঘটনা ঘটছে সে ঘটনা গোপন করা সম্ভব নয়। সেখানে যারা সদস্য আছেন তাদের integrity আছে, বৈশিষ্ট আছে তাদেরকে এভাবে দোষারোপ করা সমীচীন নয়। cultivation cost ইত্যাদি statistical deptt. থেকে দেখানো হয় না। আজকে statistical এ যতগুলো কাজ করা হচ্ছে সে অনুযায়ী staff কম। সেজন্যই তাদের staff বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে statistic করা হয় তাতে কোন কৃষকের কতটা পরিমাণ ঋণ আছে তাহা দেখানো হয় না। প্রত্যেক কৃষকের কত ঋণ আছে এটা দেখানো সম্ভব নয়। কৃষকদের ঋণ জানতে চাইলে কৃষকদের মধ্যে অনেকে অন্য রকম মনে করতে পারেন। ঋণের পরিমাণ লোকের কাছে বলে তারা হেয় হতে চায় না। কাজেই তাদের কতটা ঋণ আছে সেটা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এদিক দিয়ে Statistical Department এ অনেক জিনিষ তৈরী করা হচ্ছে এবং আমরা জনসাধারণ সেগুলো দেখবার সুযোগ পাচ্ছি। কিছুদিন পর আরও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমাদের এখানে সরকারের তরফ থেকে কতটা ধান চাউল Procure করা হয়েছে এ বিষয় একজন সদস্য উল্লেখ

করেছেন। কিন্তু কতটা Procure হয়েছে সেই দিক দিয়ে আমরা দেখতে পাই Demand No. 23তে তাহা সম্পূর্ণ লেখা আছে এবং সেটা পরবর্ত্তী অবস্থায় যখন আলোচনায় আসবে তখন তা দেখতে পাব। জিরাতিয়াদের কাছ থেকে ধান চাউল কতটা Procure করা হয়েছে এরূপ বলা হয়েছে। জিরাতিয়া তাদের অধিকাংশ জমি বর্ত্তমানে চাষই করে না। সে সমস্ত জমি থেকে ধান চাউল সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সরকার থেকে যে মূল্য ধরা হয়েছে সে মূল্য দিয়েই ধান ও চাউল সংগ্রহ করা হয়েছে এটাই আমি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তারজন্য যে Office Staff ইত্যাদি দরকার তার বরাদ্দ করা হয়েছে ৪,০৫.২০০ টাকা। আর সংগৃহীত ধানের মূল্য যাতে অন্যান্য এলাকায় পরিবেশন করা হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এ বরাদ্দ যথোপযুক্ত হয়েছে এবং আমি এ Demand for grant No. 23 সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Deputy Minister to reply

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এ Demand for grant No 41 এবং 23 এ যে দাবী রেখেছি তার সমর্থনে আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে এ দু'টো Demand জনসাধারণের স্বার্থেই রাখা হয়েছে। এখানে আলোচনা প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্য ইসলাম সাহেব আমাদের National Sample survey যে তথ্য সংগ্রহ করেছে তার quarterly report publish হচ্ছে না এ কথা বলেছেন। এ সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য যে staff দরকার তাহা সংখ্যায় কম আছে সেজন্য quarterly report বা Bulletin ঠিক সময়ে publish করা সম্ভব হচ্ছে না। তথ্য সংগ্রহ করার যে ব্যবস্থা আমাদের আছে সেটা যাতে দ্রুত সম্ভব হতে পারে সেজন্য যে tabulation machine দরকার সেটা আনয়ন করা হয়েছে। এই tabulation machine এর কাজ আরম্ভ হলে পুস্তিকা আকারে বা Bulletin আকারে report Publish করা হবে। B D O Progress Assistant এবং report Evalution Committeeর report এর সাথেই প্রকাশিত হবে। আরও তথ্য সংগ্রহ করছেন এবং তাদের report শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে আশা করি। প্রমোশন ইত্যাদির ব্যাপারে Statistical Deptt.এ যে favouritism Nepotism যদি থাকে তা নিশ্চয়ই তদন্ত হবে। মাননীয় সদস্য Procurement সম্পর্কে একটা তথ্য জানতে চেয়েছেন। ধান Procurement এর ব্যপারে কৃষকদের কি মূল্য সরকার দিচ্ছেন। এ বৎসর ধর্মনগর ছাড়া অন্য কোথায়ও Procurement এর কাজ হয় নি। কারণ বিগত বন্যায় বিভিন্ন অঞ্চলে শস্য হানি হয়েছিল। সেই জন্য একমাত্র ধর্ম্মনগরেই Procurement এর কাজ চলছে। তবে কতটা শস্য এ পর্য্যন্ত কেনা হয়েছে তার হিসাব আমার কাছে নেই, সে তথ্য আমি দিতে পারব না। তবে ১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২, ১৯৬২-৬৩ সনের যে figure আছে আমি তা দিতে পারব। ১৯৬০-৬১ সনে ১০৩৫ মেট্রিক টন locally procured food grains, তার জন্য খরচ হয়েছে ১১,৬৪,৫০৬ টাকা, including cost of transport and carrying charge, ১৯৬১-৬২ সনে ২,০০৬ মেট্রিক টন এবং তার জন্য ব্যয় হয়েছে ১৬,০৮,৪৮৬ টাকা, ১৯৬২-৬৩ সনে ১৪৩৫ মেট্রিক টন এবং তার জন্য খরচ হয়েছে ১১,০৯৪৮৯ টাকা। এ বৎসর ধর্ম্মনগরে কৃষকদেরকে যে মূল্য দেওয়া হয়েছে তার মূল্য হল প্রতি মণ ৮ টাকা থেকে ১০ টাকা। কাজেই ঐ সময়ে বাজারে যে মূল্য ছিল সে মূল্যের দিকে দৃষ্টি রেখে কৃষকরা যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় in consideration of the

equality তাদেরকে মন প্রতি ৮ টাকা থেকে ১০ টাকা দাম দেওয়া হয়েছিল। বাজারে বিক্রি করলে কৃষকরা যে মূল্য পেতেন সরকার তাদের সেই মূল্যই দিয়েছেন। তার থেকে কম দেওয়া হয় নি। আমি জানি না আপনারা হলে কি করতেন। দেশের সমস্ত উন্নয়ন ব্যবস্থা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বাদ দিয়ে যেখানে কৃষকদেরকে ১০ টাকা দেওয়ার সেইখানে ২৫ টাকা দিতেন কিনা? গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে সে সুযোগ আপনাদেরও আছে, ভারতবর্ষে constitutionএ যে সুযোগ আপনাদের দিয়েছেন, তখন ১০ টাকার জায়গায় ২৫ টাকা দাম না হয় দিয়ে দেবেন। জিরাতিয়াদের সম্পর্কে পরবর্ত্তী সময়ে reply দেব। কৃষক স্বার্থে নয়, ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে Procurement এর কাজ করা হচ্ছে। এ চাউল আমরা বিদেশে রপ্তানি করব না। তারপর আবার বলা হয়েছে কৃষকদের কঙ্কাল সার চেহারা। সেটা আপনারা যদি কোন কৃষকের কঙ্কালসার মূর্ত্তি কল্পনা করেন তাতে কিছু বলার নেই। সুস্থ সবল কৃষকের বন্ধু আপনারা নন তা আপনাদেরও জানা আছে। কৃষকরা আপনাদের এক চেটিয়া একথা বলতে পারেন না। কৃষকরা আমাদেরও। কৃষকদের উন্নতির জন্য আমরা এই বাজেটে টাকা বরাদ্দ রেখেছি। আপনারাই শুধু কৃষকদের বন্ধু একথা বললে ভুলই করছেন। We are the friend of peasants, landless cultivators, landless Jumias, labourers, তাদের জন্য কতটা ব্যবস্থা করেছি তার প্রমাণ এ বাজেটে রয়েছে। আপনাদের যা বক্তব্য তা যুক্তিহীন। Houseকে আমি অনুরোধ করছি যে দুটো Demand আমি উত্থাপন করেছি যে দাবীকে গ্রহণ করতে, সমর্থন করতে।

Mr. Speaker :— I would now put the motion to vote moved by the Hon'ble Minister that the sum not exceeding Rs. 1,72,500/-- , (inclusive of the sums specified in the column 3 of the Schedule to the appropriation (vote on Account) Bill 1964), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in receipt of demand No. 41 grants to State for Development purposes. As many as are of that opinion will please say "Ayes"— Congress members "Ayes", As many as are of contrary opinion will please say 'Noes' none—'Noes.' 'Ayes' have it. The motion is passed.

The discussion on demand No. 23 is also closed. I would now put the motion on vote moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 8,22,500/— (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the appropriation (vote on Account) BIll. 1964), be granted to depray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Damend No. 23 Miscellaneous Social and Development organisations. As many as are of that opinion wlll please say 'Ayes'—Congress members 'Ayes,' As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'—none 'Noes' 'Ayes' have it. The motion is passed.

Mr. Speaker :—The discussion on Demand for grant No. 41 is completed. I would now coll on Hon'ble Minister to move his motion for Demand No. 42.

Shri M. L. Bhowmik :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি হাউসে Demand for grant No. 42—Loans & Advances by the State and Union Territory Govt. এই Demand place করছি।

On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 45,85,000/— (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the appropriation (vote on Account) Bill, 1964), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 42—Loans & Advances by the State and Union Territory Govt. আমার এই Demand এ ব্যয় বরাদ্দের যে টাকার মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে সেটা ত্রিপুরার বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা এবং অন্যান্য Developmental organisation কে দরাজ হস্তে সাহায্য করার একটা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় আমরা আগরতলা Municipalityকে সাহায্য দিচ্ছি, Water supply এবং Drainage scheme বাবতে। আমরা ত্রিপুরার Market improvement এর জন্য ৫০,০০০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছি। Development of Cashewnut, Development of Fruit production এগুলি হচ্ছে Planএ এবং Non-Plan এ আছে Loans to Agriculturist in Tripura, Loans to Agiculturist for Acquisition of land for 40 colonies for displaced persons from East Pakistan, Loans under G M.F. schemes, Introduction of Tarrace cultivation in colonies of displaced persons. এ ছাড়াও Misc. Loans and Advance যা দিচ্ছি, তা হচ্ছে Development of Handloom Industries, Loans for Industries, Community Development Schme, Loans for selected Gaonpanchayats, Loans for Construction of Godowns etc. by the Co-operative Societies, Intensive Development of Rural Industries, Village Housing Project Schemes. Low Income group Housing Schemes, Middle Income group Housing Scheme, Subsidised Industrial Housing Schemes, Slum clearance Scheme, Plantations Labour Housing Scheme, Loans for Establishment of Regulated Market. Loans for purchase of cattle, Loans for construction of go-downs, Long term and Medium term loans to Co-operative Farming Societies, Loans for Establishment of garden Colonies, National loan sholarships schemes. Loans to whole sale stores for (a) Case Credit and (b) Purchase of Truck. এইভাবে আমরা দরাজ হস্তে বিভিন্ন উন্নয়ণ সংস্থা, Municipality, কৃষিজীবি প্রভৃতির অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্যে এই Demand এ যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং সময়োচিত। আশা করি সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই House তা গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Aghore Dev Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Demand No 42তে আমার একটা cut motion আছে "that inadequate provision for loan to cultivators." এই cut motion সম্পর্কে বলছি এখানে loans to cultivators খাতে যে টাকা রাখা হয়েছে এই টাকা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি যথেষ্ট মনে করি না। কারণ যেখানে আমাদের খাদ্যের বিরাট ঘাটতি রয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্য আমাদের বিদেশ থেকে আনতে হয়,

সে অবস্থায় আমাদের খাদ্যোৎপাদনকে যদি বৃদ্ধি করতে চাই তা হ'লে যারা কৃষক তাদের খাদ্যোৎপাদনের জন্য সাহায্য করা দরকার। কিন্তু এই যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। দেশের অর্থনৈতিক সংকট দিনের পর দিন বাড়ছে। আজকে ruling partyর সদস্যগণ নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে সব সময় অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাটা ঠিক নয়। আমাদেরও স্বাবলম্বী হওয়া দরকার। আমরা শুধু বাইর থেকে আনব এই যদি দৃষ্টিভঙ্গি হয় তা হ'লে এই টাকা যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু আমাদের যদি দৃষ্টিভঙ্গি হয় যে আমরা উৎপাদন বাড়াব তা হলে আমি মনে করি এই খাতে আরো বেশী টাকা বরাদ্দ করা দরকার এবং খাদ্যোৎপাদনের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে না পারলেও আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

আমার আর একটা cut motion আছে "that the Municipal employees are not given the pay scale of govt employees." আগরতলায় Municipality নামক একটি প্রতিষ্ঠান আছে। দীর্ঘদিন যাবত জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয় না। এই প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত কর্মচারী আছে তাদের বেতনের হার অত্যন্ত কম। ত্রিপুরার সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনের হার revision হয়েছে। আজকে এই সমস্ত Municipalityর কর্মচারী যারা আছেন তাদের scaleটাও আমাদের বিচার বিবেচনা করা দরকার। Municipalityর employeeদের বেতনের যে পার্থক্যটা সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে রয়েছে সেটা দূর করা দরকার। আজকে দিনের পর দিন জিনিষের দর বাড়ছে। সুতরাং যেহেতু এটা Municipal প্রতিষ্ঠান সেহেতু তাদের বেতনের scale যদি মান্ধাতার আমালের বেতনের scale থাকে তা হ'লে এটা অত্যন্ত অন্যায় হবে। আজকে নূতনভাবে ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদের যে pay scale হয়েছে municipality L. D. clerk ও U. D. clerkদেরও যাতে সেই scale দেওয়া যায় তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। সেখানে L. D. clerk এর বেতনের scale হল ৫০-৫-১০০ টাকা এবং U. D. clerk এর scale ৬০-৫ ১৩০ টাকা। অতএব আজকে সেখানে Administration নিজে প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করছেন সেক্ষেত্রে Municipalityর কর্মচারীদের বেতনের হারটার বিচার বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। তারপর Demand No 42তে loans for selected gaonp anchayats এই খাতে ৫৫, ৭০০ টাকার একটা provision রাখা হয়েছে। এই যে sclection এটা কিসের ভিত্তিতে হল এটা বুঝা গেল না। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য যে সমস্ত gaonpanchayat তাদের বাজেট করছেন তাদের নিশ্চয়ই first preference দেওয়া দরকার। এই selection সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। কাদের টাকা দেওয়া হবে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি কিছু তথ্য দিতেন তা হলে আমি বুঝতে পারতাম। কাজেই এই সম্পর্কে আমার এইটুকু বক্তব্য যে, যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত আছে তাদের বাজেটের উপর ভিত্তি করে preference দেওয়া দরকার। কিন্তু যদি ruling partyর অধ্যুষিত এলাকায় এই selection হয়ে থাকে তা হ'লে এটার পরিবর্ত্তন করা দরকার। আর একটা জায়গায় loans for establishment of regulated market এই খাতে ৩৪,৩০০ শত টাকা ধরা হয়েছে। ১৯৬২-৬৩তে এই খাতে ছিল ৫০,০০০ টাকা। আর আজকে এখানে বাজারের পরিমাণে যে বাজেট ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে তার দিকে যদি আমরা নজর রাখি তা হ'লে এ কথা নিশ্চয়ই সবাই স্বীকার করবেন যে এই বড় বড় বাজার গুলির উন্নতি করা দরকার এবং তার জন্য আরও বেশী

পরিমাণ টাকার বরাদ্দ করা উচিত।

ত্রিপুরা রাজ্যে এক প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত নজর রাখলে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে আমাদের বাজারগুলির উন্নতি করা দরকার। বিশালগড় বাজারটি অনেক পুরাণ, অনেক লোকের সেখানে ভিড় হয়, বাজারবার রাস্তা দিয়ে মটর গাড়ী প্রভৃতি চলা অত্যন্ত অসুবিধা। শুধু বিশালগড় নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বহু বাজার আছে। আজকে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের বাজারগুলি উন্নয়ন যদি করতে হয় তাহলে প্রয়োজনের তুলনায় বাজেট বরাদ্দ যথেষ্ট নয়। একটু বৃষ্টি হলেই বাজারগুলির মধ্যে জল কাঁদা রীতিমত জমে যায়; লোকের পক্ষে চলাফেরা করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে; অগ্নিকাণ্ডের জন্য অনেক বাজার বিধ্বস্ত হয়। এইভাবে অনেক কিছু ঘটনা হয়ে থাকে। বাজারগুলি ত্রিপুরার এক একটি সম্পদ। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরারাজ্যে সম্পদগুলি রক্ষা করার জন্য নিশ্চয়ই নজর রাখা দরকার। এই বাজেট খাতে যে টাকা ধরা হয়েছে এটা অত্যন্ত নগন্য। এর দ্বারা মানুষের সুযোগ-সুবিধা আমরা করতে পারবনা। এই বাজেট ব্যয় বরাদ্দ যথেষ্ট ভাবে করা হয়নি। আর একটা জায়গা এখানে আছে। Fisharies Development এর এখানে plan আছে। যদিও আমাদের সরকার চেষ্টা অনেকখানি করেছেন। Fisharies scheme করে টাকা পয়সা খরচ করে। মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট হচ্ছে না। আজকে স্বীকার করতে হবে ত্রিপুরার মানুষ বর্ত্তমানে যারা আছেন, যারা আসছেন তাদের মধ্যে সমস্তই প্রায় মৎসগত প্রাণ। মৎস্য না থাকলে খাওয়া চলে না। বাজারগুলিতে বিশেষ করে, মাছ বাজারে যদি আমরা যাই নিশ্চয়ই আমাদের মাথা না ঘুরে পারে না। প্রয়োজনের তুলনায় বাজারে মাছ অত্যন্ত কম উঠে। অতএব আমরা মাছ খেয়ে যাদের অভ্যাস সেই অভ্যাস এখন অভিশাপের মত। আমাদের জনস্বার্থ যাতে পূরণ করতে পারি তারজন্য বিশেষ করে ব্যয় মঞ্জুর করা দরকার। ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত যে সমস্ত জলাশয় বিভিন্ন পুকুর Fisharies schemeএর মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে পারে তার দিকে নজর রাখা দরকার। টাকা খরচ করলে, কিছু পোনা বিলিবন্টন করলেই হয় না। Fisharyগুলি maintain করা দরকার; flood এর হাত থেকে বিভিন্ন জলাগুলি যদি রক্ষা না করি, লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার টাকা খরচ করে Fisharies schemeএ কাটা খরচ করতে পারি আর রক্ষা করার ব্যবস্থা না করি; floodএর সাথে সাথে পাকিস্তানের জলে সমস্ত ভেসে যাবে। তাহলে আমাদের যে আশা ভরসা বছরের পর বছর পোষণ করছি, মাছ বড় হলে অভাব পূরণ হবে সেটা সম্ভব নয়। বাজেটে বরাদ্দ করলেই যথেষ্ট নয়। Fisharies scheme করলেই, টাকা খরচ করলেই দায়িত্ব খালাস হবে না। Producation দরকার। সেই দিক দিয়ে এই ব্যবসাকে আরও শক্তিশালী করার দরকার বলে আমি মনে করি। অতএব এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Abdul Wazid.

Shri Abdul Wazid :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি Demand No. 42 সমর্থন করছি। Loan advance সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ যে মন্তব্য রাখলেন তার বিরোধিতা করছি।

তার কারণ আমরা কৃষকদের উন্নতির জন্য Loan & advanceএর যে ব্যবস্থা আছে সেটা বর্ত্তমানে ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যয় বরাদ্দ যে বাজেটে আছে সেটা যুক্তি সঙ্গত। তারপরেও বিরোধী পক্ষের সদস্যেরা জানেন কৃষকদের সুবিধার জন্য অন্যান্য Demandএর মধ্যেও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা রয়েছে যেসকল সুযোগ-সুবিধা কৃষকদের দেওয়ার জন্য টাকা বরাদ্দ আছে। Govt. থেকে advance, loan দেওয়ার সুবিধা করা হয়েছে। উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য আমার মনে হয় সেটা বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে আমরা আমাদের কৃষকদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে ভাল খাওয়াতে পারি তার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। তার কারণ আজ কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি যদি করতে হয়, বর্ত্তমান অবস্থায় সুরাহা না হয়, আমাদের দেশের যে উন্নয়ন সেটা কোন সময়েই সম্ভব নয়। যার জন্য তাদের উন্নতি করার জন্য তাদের ফসলের উন্নতির জন্য বিভিন্ন irrigation এবং বিভিন্ন scheme করা হয়েছে যার মাধ্যমে তারা যদিও সরাসরি টাকা পাচ্ছেন না ; বিভিন্ন কার্য্যের মাধ্যমে তাদের যাতে উন্নতি হয়, তাদের জমি থেকে সহজে ফসল উৎপন্ন করতে পারে তার জন্য বাজেটে মঞ্জুরী করা হয়েছে। অতএব এই বাজেট সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now coll on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কে আমার একটা cut motion আছে। আগেও আমি এই সম্পর্কে বলেছি। আজকে নুতন কথা বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীঅঘোর দেববর্মা যা বলেছেন তার সঙ্গে দুএকটি কথা যোগ করতে চাই। Municipality তে Provident fundএর arrangement নেই। এটা যদি করা যায় তাহলে সেখানকার কর্ম্মচারীদের উপকারে আসবে। যে কথাটা আগেও আমি বলেছিলাম আগরতলা সহরে প্রস্রাব, পায়খানা এসবের কোন ব্যবস্থা নেই। দুইটি মাত্র আছে—একটি হকার্স কর্ণারে আর একটি মোটরষ্ট্যাণ্ডে। তাছাড়া আর কোন lavatoryর ব্যবস্থা নেই। গোলবাজারে যেটা ছিল সেটাও এখন অকেজো। আগরতলায় বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আসে, তাদের জন্য যদি lavatory র ব্যবস্থা না থাকে, লোককে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতে হয়। অতএব সহরের বিভিন্ন জায়গায় যাহাতে চাহিদা অনুযায়ী plan, scheme করে তার একটা arrangement করা যায় সেটা দেখা প্রয়োজন। সহরে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসে তাদের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হয়।

জল সরবরাহের জন্য Scheme করা হয়েছে। দেখা যায় আমরা ১৯৬৫ সালের end এ Chief Commissionর এর বাঙ্গলো ও তার আশেপাশে কয়েকটি জায়গায় মাত্র পানীয়জল সরবরাহ করতে পারব। তার বেশী আমরা করতে পারব না। এই scheme আমাদের নুতন নয়, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের শহরের পানীয়জল ভাল নয় একথা আমি শুনে আসছি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী অমৃত কাউরের এর সময়ও Parliamentএ এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং তারা স্বীকার করেছিলেন যে এমনভাবে tube-well এর যে জল আসে তাতে iron বেশী, সে জল ভাল নয়। জল সরবরাহের scheme সেদিন থেকে চলে আসছে, কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি ১৯৬৫ সালের endএ শুধু Chief Commissioner এর বাংলোর এবং তাঁর আশে পাশে জল সরবরাহ করতে পারব। যদি এই রকম গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে এর চেয়ে দুঃখের কিছুই নেই। আরেকটা কথা হচ্ছে dianage সম্পর্কে। শুনেছি R. M. S

পর্য্যন্ত খাল কাটা হবে তারপর তার পূর্বদিকে আর কাটা হবে না। এতে তার একদিক নিচু হয়ে যাবে এবং আর একদিক উচু হয়ে যাবে—তাতে জল নিস্কাষণ হতে পারে না। সমস্ত জল জমে যাবে। হাসপাতালের কাছে যে মোটা খাল ছিল সেটা ছোট হয়ে গেছে। শ্রীপ্রিয়দাস চক্রবর্ত্তী যিনি এখন Congress Secretary তার বাড়ীর উত্তরদিকে যে একটা খাল আছে তারও জল সরতে পারে না। এমন সরু হয়ে গেছে যে সেখান থেকে জল সরতে পারে না। আরও এমন জায়গা শহরের মধ্যে আছে সেখানে বিভিন্ন কারণে encroachment ইত্যাদি কারণে খাল বন্ধ হয়ে গেছে। যারজন্য জল ঠিকমত সরতে পারছে না। Outlet না থাকায় সামান্য বৃষ্টির ফলেই জল জমে শহরে জল উঠছে। বন্যার জলে বন্যা হয় না, বৃষ্টির জলে সহরে বন্যা হয়। কাজেই এই যে অবস্থা সেই সম্পর্কে expert দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আরও outlet দেওয়া যায় কিনা তার ব্যবস্থা করা দরকার। Rajkumari Amrit Kaur যখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন সেই সময়ে এই সমস্ত কাজের জন্য Municipality কে ১০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সে fund থেকে মাত্র ৬ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। আর বাকী ৪ হাজার টাকা এখনও Municipality র fund এ ঘুমাচ্ছে। সেখানে সে টাকাটা এখনও খরচ করা হচ্ছে না। একদিকে জনসাধারণ প্রস্রাব পায়খানা প্রভৃতির জন্য কষ্ট ভোগ করছে আর একদিকে তারজন্য যে টাকা দেওয়া হল তা ঘুমাচ্ছে। এটা সুস্থ বা স্বাস্থ্যকর পরিকল্পনা নয়। মাননীয় Speaker এর মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আমি এ বিষয়ে আকর্ষণ করতে চাই। আর একটি কথা হচ্ছে আমাদের আগরতলায় একটি Town Hall এর করার কথা ছিল সেই Town Hall এখনও হয়নি। Community Hall যেখানে ready made আছে, সেখানে Town Hall হওয়ার প্লেন আছে, কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে জায়গার অভাব। কিন্তু আমি যতটুকু জানি টাউন হল করার মত সেখানে space আছে। আমাদের এই আগরতলার মত শহরে যদি একটা Town Hall না থাকে সেটা অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার। টাউন হল আমাদের দরকার, অতএব সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে যে একটা fund আছে—fund for establishment of regulated market, এ টাকাটা দিয়ে আমরা কোন market regulate করেছি কিনা তা জানা দরকার। ১৯৬৪-৬৫ সনের বাজেটে কোন টাকা বরাদ্দ নেই একটা Head এর against এ, সেটা হল other advances for mitigating hardship caused by flood, cyclone and other Natural calamities of exceptional nature-Demand No. 42 (page no. 331) এ ব্যাপারে এ বৎসরের বাজেটে টাকা একেবারেই ধরা হয়নি। এ টাকাটা যাতে এ বৎসরের বাজেটে ধরা হয় তার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আগরতলা market, উদয়পুর market construction হয়নি। বহুদিন পূর্বে council এর আমল থাকতেই শুনে আসছি market construction এখানে হচ্ছে, কিন্তু দেখতে পাই market গুলো যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। কোন রকম সংস্কার হয়নি। সোনামুড়া, অমরপুর বাজার গুলোতে এমন অবস্থা হয়ে আছে যে বাজারের সময় গরু বাছুর নিয়ে গাড়ী নিয়ে চলতে পারে না। সোনামুড়া বাজারটিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটা scheme Territorial Council এর আমলে দেওয়া হয়েছিল (shiting of Sonamura market) সেই scheme টির কি করা হয়েছে আজও জানতে পারিনি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অবস্থায় সোনামুড়া marketটি ছিল আজও সে অবস্থায় পড়ে আছে। আমি জানিনা improvement of market বলতে আপনারা কি বুঝাচ্ছেন।

আগরতলা marketকে কি আপনারা ত্রিপুরারাজ্যের market বলে ধরে নিয়েছেন ? আগরতলার বাইরেও দেশ আছে। ত্রিপুরা রাজ্য শুধু আগরতলাকেই নিয়ে নয়। আপনাদের এ রকম market Development attitude থাকবে এটা বাঞ্ছনীয় নয়। আমি শুনেছি যে village housing project scheme এ মানুষকে যে ৭৫০৲ টাকা loan দেওয়া হয় তার থেকে ২৫০৲ টাকা Block officer কেটে রাখেন। সেটা নাকি দরজা জানালা ইত্যাদি বাবত। অমরপুর থেকে এ রকম complain আমার কাছে এসেছে। আশা করি আপনারা enquiry করে দেখবেন।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Nishi Kanta Sarker.

শ্রীনিশি কান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড নং ৪২ হাউসের কাছে এনেছেন এইটাতে টাকা বরাদ্দ রয়েছে ৪৫,৮৫,০০০/-। এইটি আমি সমর্থন করছি। আর বিরোধী পক্ষ যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করছি। এই বাজেটে যে টাকা রাখা হয়েছে তা আমাদের কৃষক ভাইদের, উদ্বাস্তু ভাইদের, উন্নতিকল্পে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করার উপযোগী টাকা। বিরোধীপক্ষ, টাকা কম রাখা হয়েছে এবং এইসব বিষয়ে কিছুই করা হয় নি, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। আমি বলব আমাদের কৃষকদের উন্নতি যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ আমাদের দেশের উন্নতি হবে না। কৃষি খাতে কৃষকদের বিভিন্ন রকমের সাহায্য করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিভিন্ন রকমে কৃষকদের সাহায্য করা হয়। আমরা দেখে থাকি যে কৃষকদের কৃষি ঋণ দেওয়া হয়, ধান দেওয়া হয় যাদের বীজ ধানের প্রয়োজন আছে তারপর তাদের উৎসাহ দেওয়া হয় ফলের বাগান গড়ে তুলবার জন্য, বিভিন্ন রকমের ফলের চারা দেওয়া হয়। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে কৃষকদের মহাজনদের খপ্পর থেকে রক্ষা করার জন্য। কোথাও কোন কৃষক হয়তঃ কোন মহাজনদের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে তার দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তার বাড়ী ঘর নিলাম, যেতে পারে, সেই অবস্থায় সরকার কৃষকদের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিয়ে মহাজনদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করে থাকেন। তার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়া হাউসিং বা গৃহ নির্ম্মানের জন্য সরকার অল্প আয় বিশিষ্ট লোকদের কয়েকটা ব্লকের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। মৎস্য চাষের জন্য সরকার একটা স্কিম করেছেন। বিভিন্ন এলাকায় যে জলাশয় আছে, যে সব অনাবাদী জলাশয় পড়ে আছে সেই সব জলাশয়কে আবাদ করে যাতে মৎস্য চাষ করা হয় তার জন্য ব্যবস্থা করেছেন এবং সেই বিষয়ে যারা ইন্টারেস্টেড তাদের সরকার মৎস্য চাষের জন্য ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অতএব তারা যে বলেছেন কৃষি খাতে অল্প টাকা রাখা হয়েছে এবং কৃষকদের কোন উন্নতি করা হয়নি এর কোন যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া আমরা কৃষক ভাইদের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকমের শিল্প ঋণ ও দিয়ে থাকি। বিশেষ করে কুটীর শিল্প, তাঁত শিল্প উন্নতির জন্য ঋণ দেওয়া হয়। তাদের তাঁত ও সুতা দেওয়া হয়। আমরা দেখছি বাজেটে তার জন্য টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আদিবাসী ভাইদের জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের সুতা ও তাঁত দেওয়া হয়। কুটির শিল্প ও তাঁত শিল্পের দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এখানে আরো টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে সিডিউল্ড কাষ্ট এর জন্য, সেটা ঋণ নয়। ৩০০/- টাকা করে দেওয়া হয় তাদের গৃহ নির্ম্মানের সাহায্য হিসাবে। এটা উপজাতীয়দের দেওয়া হয় না ইহা বিরোধী পক্ষ যে কোথায় পেলেন তা

তারা বলেননি। এই হল তাদের যুক্তি। আর একটা বিষয় এনেছেন অমরপুর এলাকায় ৭৫০ টাকা করে যে গৃহ নির্ম্মানের জন্য ঋণ দেওয়া হয় তা থেকে বি, ডি, ও নাকি ২৫০/- টাকা কেটে রেখে দেন। এটা আমার মনে হয় ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার স্কিম। এটা বোধ হয় নিয়ম আছে যে গৃহ নির্ম্মানের ব্যাপারে সরকার ৭৫০৲ টাকা দেবেন তার মধ্যে কৃষকরা তাদের গৃহের ব্যাপারে নিজেরা পরিশ্রম করে জানালা দরজা প্রভৃতি নির্মান করবে। সেই অবস্থায় আদীবাসীদের মধ্যে যারা নিজে পরিশ্রম করেন না তাহাদের নিকট হতে বোধ হয় মজুরী বাবদ ২৫০/- টাকা কেটে রাখা হয়। এই রকম একটা স্কিম আছে বলে আমার মনে হয়। এটা আমি জানতাম। এ সম্বন্ধে আপত্তি এসেছিল এবং আমি দেখেছিলাম যে এই রকম একটা Scheme এসেছিল এবং এটা ৭৫০ টাকার একটা Scheme ছিল। কথা ছিল গ্রামের লোকেরা ঘর দিবে। এটা তারা দেয় নি। এটাই বোধ হয় কেটে রেখেছে। আরেকটা কথা বিরোধী দল থেকে বলা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য টাকা রাখা হয়েছে। সেই গ্রাম পঞ্চায়েত কারা করেছে? আবার বলা হয়েছে কংগ্রেস দল কিনা? তবে সেখানে কোন দল আছে বলে আমি জানতাম না। মনে হয় Communist দল বলে একটা দল আছে। আবার মনে হয় আগামী গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্যই টাকাটা রাখা হয়েছে। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত জনসাধারণই করে কংগ্রেসীরা করে না। আমি আর বিশেষ কিছু বলব না। আমি মূল বাজেটকে সমর্থন করে বিরোধী দলের Cut motion এর বিরাধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Sri Sunil Chowdhury.

Sri Sunil Kumar Chowdhury :— Hon'ble Speaker, Sir, আমি এখানে বলব যে অমরপুরে যেটা কেটে রাখা হয় সেটা হচ্ছে ২৫০৲ টাকা দরজা জানালা বাবতে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত দরজা জানালা হয়নি। সেই টাকা তিনি কেটে রেখেছেন। এখানে আরেকটা কথা বলা হয়েছে পঞ্চায়েত সম্পর্কে সেটা বললেন মাননীয় সদস্য, সেটা ঠিক নয়। কিন্তু এটা কিভাবে কোন basisএ করা হয়েছে, basisটা কি, মাফকাঠিটা কি সেটা আমরা জানতে চাই। আর এখানে আমি দেখতে পাই বাজেটের ভিতরে যেখানে Loan to Agriculturists in Tripura এই খাতে ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটএ ১,৪০,০০০৲ টাকা ধরা হয়েছিল সে জায়গায় এবার এক পয়সাও নেই। Loans to Agriculturists for acquisition of land for 40 colonies for displaced persons from East Pakistan এই খাতে ১৯৬৩-৬৪ সালে ৫০,০০০৲ টাকা ধরা হয়েছিল কিন্তু এবার এক পয়সাও নেই। Loans under G. M. F. schemes এটা বোধ হয় Grow more food scheme হবে, সেখানে এক পয়সাও নেই। Introduction Tarrace cultivation in colonies of displaced persons এটার মধ্যেও এক পয়সাও নেই। তাহলে এগুলি গেল কোথায়? Tarrace cutting scheme একটা চালু হয়েছিল এখন এটা দেখা যাচ্ছে না এটা drop পড়ে গেল নাকি বুঝা যাচ্ছে না। Fisheries scheme, এখানে ধরা হয়েছে ২৫,০০০৲ টাকা। বোধ হয় আমাদের ত্রিপুরাতে অনেক মাছ পাওয়া যায় তাই এই টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি আমরা বাংগালীরা সাধারণত মৎস্যভোজী।

কিন্তু আমরা প্রয়োজনানুযায়ী মাছ পাই না। কাজেই এই টাকা রাখলে হবে না। (a voice : কত রাখলে হবে?) অন্ততঃ দশ গুণ রাখা উচিৎ। আরেকটা আছে Cashewnut. আমি বলি বাগান করা উচিৎ। কিন্তু শুধু বাগান করলেই হয় না। তার একটা বিক্রি করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। Improvement of market in Tripura এই সম্পর্কে অবশ্য বলেছেন আমাদের সদস্যরা। তবু আমি অনুরোধ করব পল্লী অঞ্চলের বাজারগুলিতেও যেখানে অন্ততঃ জনসাধারণের সমাগম হয় সেখানে বর্ষায় যাতে জল জমে মালপত্র নষ্ট না হয় সেজন্য এদিকে দৃষ্টি রাখবেন এবং বাজারগুলির উন্নতির চেষ্টা করবেন। এই বলেই আমি শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Sunil Dutta.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী যে Demand No. 42 রেখেছেন আমি এই Demand সমর্থন করি এবং cut motionএর বিরোধীতা করি। বিরোধীদলের বক্তব্য থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সে, যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এটা কম। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা বলেন যে অর্থ কম। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারীদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন মাননীয় সদস্য আতিকুল ইস্‌লাম সাহেব। মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার মধ্যে Lavatoryর সংখ্যা কম বলা হয়েছে, মাত্র দুইটি আছে। কিন্তু আমি জানি আরেকটা আছে। তবে মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারীদের বেতন দেওয়া না দেওয়া অবশ্য এটা সরকারের হাতে নয়। মিউনিসিপ্যালিটি চিরকাল এভাবে থাকবে না। মিউনিসিপ্যালিটী যখন নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা চলবে তখন সেই সদস্যরাই তাদের কর্ম্মচারীদের বেতনের হার নির্দ্ধারণ করবেন। Chief Comissioner এর Bunglowর আশে পাশে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হচ্ছে একথা তিনি বলেছেন। কিন্তু তিনি এ তথ্য কোথায় পেলেন তা আমরা জানিনা। তবে আমরা জানি সমস্ত আগরতলায়ই জল সরবরাহের ব্যবস্থা চলেছে। তবে প্রথম দিকেই যেন বিরাট এলাকায় জল সরবরাহ করা যায় সেই ব্যবস্থাও শীঘ্রই হচ্ছে। ধর্মনগর বাজার আগের চেয়ে অনেকটা উন্নত হয়েছে। সোনামুড়া বাজার সম্বন্ধে বলেছেন আমাদের Territorial Council এর আমলে সোনামুড়া বাজার উন্নয়ন করেছিলাম এবং যে জায়গা সোনামুড়া বাজারের জন্য ঠিক করা হয়েছিল সেটা Suitable জায়গা নয়। তবে তার site selection এর জন্য একটু সময়ের দরকার। এই Houseএ বিরোধীদলের সদস্যরা বাজেট বক্তৃতাকালে বলেছিলেন যে ত্রিপুরার জনধারণের ঋণ দিনের পর দিন বাড়ছে। আর এখন তারা বলছেন তাদের আরও ঋণ দাও। সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন পর্যায়ে ফসল বন্ধক রেখেও ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই অবস্থায় ঢালাও ঋণ দেওয়া আর উচিৎ হবে না বলে আমি মনে করি। ঋণ যা দেওয়া হয়েছে তা ফেরত এসেছে খুব কম। মহাজনদের কাছ থেকে তাদের রক্ষা করা দরকার। সেজন্য আমরা ঋণ দিই। দরিদ্রদের বহু জায়গায় মহাজনরা সর্বনাশ করেছে। সে অবস্থায় সরকার ঋণ দেন সামান্য সুদে। বহু জায়গায় সুদ দিতে হয় না। সরকার মাত্র শতকরা ৪৲ টাকা সুদের হারে একবার নয় যদি প্রয়োজন পড়ে তা হলে দু'বারও তাকে ঋণ দেওয়া হয়, বিশেষ কোন কারণে যদি তার প্রয়োজন থাকে। অবগত করার পরেও বিরোধীদলের সদস্যরা বলেন এবং আমিও স্বীকার করি যে তাদের ঋণ বেড়ে যাচ্ছে।

ত্রিপুরার সর্বত্র কৃষকদের অবস্থা খারাপ। ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, তাদের উন্নয়নের কথা চিন্তা করা দরকার। সরকার পক্ষে এবং বিরোধীদলের জননেতাদের concrete suggestion থাকা দরকার কি করে তাদের উন্নতি করতে পারা যায়। ঋণ গ্রহণ করে তাদের সর্ববিধ উন্নতি সাধিত হবে একথা ঠিক নয়, কৃষক আজ নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। কৃষিছাড়া অন্যান্য আয়ের পথও বন্ধ হয়ে গেছে। সাধারণ কৃষক কি হিন্দু কি মুসলমান, কি উপজাতি, জুমিয়া সকলেরই একটা আয়ের পথ ছিল। তারা শীতের সময়ও ফসল ঘরে তোলার পর বেত, বাঁশ প্রভৃতির কাজ করে পার্শ্ববর্তী এলাকায় যথা সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলে পাঠাত এবং সেগুলি তাদের একটা মস্তবড় আয়ের পথ ছিল। কিন্তু এখন সেসব আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। সরকার থেকে Cashewnut প্রভৃতির seeds তাদের দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় সুনীল চৌধুরী মহাশয় বলেছেন যে কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করার মত market নেই বলে তারা উৎপন্ন করছে না। আমি বলব Cashewnut এর চাহিদা আছে এবং তার market আছে। মাননীয় সদস্য কৃষকদের বলতে পারেন Cashewnut উৎপন্ন করে বিক্রয় করার জন্য। এই Cashewnut এর চাহিদা ভারতের সর্বত্র এবং ভাল market আছে। শুধু ফলই নয় তার খোসা রঙের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং বিদেশেও চাহিদা আছে। এই Houseএ যখন মাননীয় সদস্যেরা কোন ঘটনা পরিবেশন করেন তখন ভাল করে তথ্য জেনেই পরিবেশন করবেন বলেই আশা করি। কাজেই নির্বিচারে শুধুমাত্র Demandএ loan এর জন্য টাকা বাড়িয়ে ধরলেই সমস্যা সমাধানের পথ হবে এটা আমি মনে করি না। আমাদের কৃষকদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগাতে হবে। তাদের জমিতে ধান, তিল, সরিষা প্রভৃতি ছাড়াও যাতে তরিতরকারী, ফল, ইক্ষু প্রভৃতি চাষ করে বিক্রয় করে, যেটা ত্রিপুরারাজ্যে পূর্বে হত, সেইদিকে কৃষকেরা যাতে দৃষ্টি দেয় এর প্রতি নজর দেওয়া দরকার। সরকার যেমন বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রেখেছেন তেমনি জননেতারা মিথ্যা আলোচনা না করে, কি ভাবে কৃষকদের উন্নতি হয়, কি করে তাদের মঙ্গল হয়, দেশকে সুন্দর করে গড়া যায় সেইদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। আমি যেখানে থাকি সেখানে টিলার উপরে ১০০ পরিবার আছে। ধান আবাদ বর্তমানে Tilla জমিতে হয় না। বেশীরভাগ লোকের কথা Tilla জমিতে কিছু হয় না। কিন্তু আমি ১টি বাড়ীর কথা বলব সেটা চমৎকার। কৃষকেরই বাড়ী যে সেটা তা দেখলেই বুঝা যায় না। Tillaর উপর সর্বপ্রকার ফলের গাছ করেছে। বাড়ীতে কৃষক প্রচুর পরিশ্রম করে এবং এই ফলের বাগান থেকে পরিমিত অর্থ সেই ফল থেকে আয় করে। পাশাপাশি ১০০/২০০ হাত জায়গার মধ্যে এই Tilla জমিতে সে বাগান করা হয়েছে। কাজেই Tilla জমিতেও ফসল হয়। কৃষক পরিশ্রম করতে জানলে যে কোন জায়গায় যে কোন ফসল উৎপাদন করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে জমি কম পরিবারের ভরণ পোষণ হয় না। কিন্তু আমি দেখেছি একজন কৃষক ১২ হাত জায়গাতে ডাঁটা উৎপন্ন করে ৩০০৲ রোজগার করেছে। কৃষক কৃষিকার্য্য জানলে সবই সম্ভব। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে করলার দাম কমলেও উচ্ছের দাম ১২ আনা, ১ টাকা, ১ টাকা ৪ আনা সব সময়ে থাকছে। আর এই উচ্ছে উৎপন্ন হয় Tilla মাটিতে। কৃষকদের সরকারী ঋণের প্রতি প্ররোচিত না করে তাদের যাতে কাজে আগ্রহ জন্মে সেইদিকে চেষ্টা করতে মাননীয় সদস্যকে নজর দিতে বলব।

মাননীয় সদস্য Drainage কাটা সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তার উত্তরে আমি বলব এবং এর পূর্বেও বলেছি যে Soil পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। আমি expert নই তবে সে সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে যে সব ক্ষেত্রে মাটি টিঁকতে পারে না। কাজেই expertদের opinion মতে কোন ক্ষেত্রেই ত্রিপুরার Soil ভাল নয়। cultivation সম্পর্কে বলব যে কোন কোন কোন টিলা জমিতে Pineapple হয়; তাছাড়া ঐ সব Tilla জমিতে লেবু ইত্যাদির বাগান করা যেতে পারে। কাজেই যে সমস্ত Cut Motion এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করছি এবং মূল প্রস্তাবের পক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Kamaljit Singh,

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় Speaker, Demand No. 42 যা মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এখানে রেখেছেন তার আমি সমর্থন করছি, এবং বিরোধী দলের সদস্য যে Cut Motion রেখেছেন তার বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করছি এই কারণে যে তাঁরা অনেক কিছু বলেছেন। প্রথমে বলেছেন আগরতলা Municipalityর মধ্যে একটা জিনিষের প্রতি মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে Loan & advance এর ব্যাপারে বলেছেন যে Agriculturistদের জন্য ১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৬৪-৬৫ সনের জন্য এক পয়সাও রাখা হয় নি। কিন্তু সেইদিক থেকে সদস্যবৃন্দকে বলব বাজেটের ৩১১ (বি) Item এর দিকে নজর দিলে দেখতে পাবেন যে সেখানে ২ লক্ষ টাকা বাজেটে রাখা হয়েছে। তাতে মনে হয় আমরা কৃষকদের Loan দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আর একটি কথা Cyclone সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ভারতবাসী হিসাবে আমাদের Natural calamity, দুর্ভিক্ষে ভুগতে হয় এটা আমাদের কামনা নয়; এটা আমরা চিন্তাও করি না। আমাদের যে গত ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেট সেই Original বাজেটে আমরা বরাদ্দ রাখি নি। Supplementary Budgetএ ২৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। ধরা হয়েছে কেন, না, un-natural exceptional calamity বলেই। এবৎসর প্রাকৃতিক দুর্যোগ আবার হয় সেটা আমরা আশা করছি না; যদি তেমন কিছু হয় তা হলে আমরা সকলে মিলে সাহায্য করব।

Loan for regularity market সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য বলেছেন এই market একটা নূতন ধরণের জিনিষ: যারা labour তারা যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় তার জন্য Bisalgharএ experimental basisএ এ market প্রথম করা হয়েছে। এর ফলাফল দেখে অন্যান্য জায়গায় এ ধরণের market করা যায় কিনা সেটাও দেখা হচ্ছে। সামগ্রীক ভাবে ৪৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা এই Demand a ধরা হয়েছে। একমাত্র Municipality ৮½ লক্ষ টাকা ছাড়া বাকী টাকা ত্রিপুরা রাজ্যে different categoryর ১২ লক্ষ লোকের জন্য Provision রাখা হয়েছে যাতে তাদের কার্য্যের জন্য তারতম্য অনুসারে Loan advance দেওয়া যায়। কেউ হয়ত Industry করতে চায়, কেউ হয়ত Fishery করতে চায় ইত্যাদির জন্য রাখা হয়েছে ২৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। মাননীয় সদস্য Fisheryর যে টাকা রাখা হয়েছে তা কিছুই নয় বলেছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই পোনা মাছ ছাড়া কি বড় মাছ পেতে চান। তা হলে আমার বলার কিছুই নেই। ত্রিপুরার চাহিদা অনুপাতেই এখানে টাকা রাখা হয়েছে: পোনা যাতে আমাদের ত্রিপুরাতেই

পাওয়া যায় তার জন্য নূতন নূতন জায়গায় Fisheryর চেষ্টা চলেছে। কাজেই যে টাকা রাখা হয়েছে সেটা নগণ্য নয় এবং appropriate বলেই আমার মনে হয়।

আমাদের এখানে Town Hall টা একটা নূতন জিনিষ, সেটাকে প্রথমে দাঁড় করাতে হলে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রথমটায় আরম্ভ করা দরকার। আরও বলা হয়েছে আমাদের টাউন হল যে জায়গায় করার কথা ছিল সেই Children Parkএ-ই করা উচিত। এবং সেই জায়গাটাই এ কাজের জন্য উপযুক্ত। আপনাদের দৃষ্টি দেখছি সেই জায়গাটার উপরে যেখানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা একটু খেলাধুলা করতে পারে। আমি একথা বলব এ জায়গাটাকে আর বেশী congested করা উচিত নয়। অন্য জায়গায় টাউন হল করা উচিত। Children Park এ করা যায় না। একটা জিনিষ হচ্ছে একটা congested place এ Town Hall করা ঠিক হবে না। Children Park এ আমরা যে মাঝে মাঝে ভাল ভাল লোকের দর্শন পেতাম এবং বক্তৃতা শুনবার সুযোগ সুবিধা পেতাম মাননীয় সদস্যরা দেখছি তা বন্ধ করে দিতে চান। সভা সমিতির মাধ্যমে জনসাধারণ তাদের প্রিয় বড় বড় নেতাদের সমর্থন সেখানে পেতো সে জায়গাটাকে congested করে কোন লাভ হবে না। খোলা যাতে রাখা যায় তার জন্য চেষ্টা করা দরকার। Drainage সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য বলেছেন এখানে উচু হচ্ছে, ওখানে নীচু হচ্ছে, এখানে leveling ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু Drainage এর ব্যাপারে leveling এর কথা কি করে উঠল তা বুঝতে পারছিনা। আমাদের দু' তিন মাইল লম্বা Drain করতে হলে আমাদের দেখতে হবে যে drain এর গভীরতা এতটা হওয়া দরকার যাতে পাকিস্তানের আখাউড়ার দিকে যে বিরাট drain আছে তার সমান হয়, তা হলে জল সে দিকে গড়াবে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যা করা হচ্ছে সে কাজ যাতে ঠিক ঠিক ভাবে হয় সে দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। অতএব তাড়াতাড়ি করা সম্ভব নয়। Municipality এ সব ব্যাপারে যে report বা suggession দেন সে সব suggession এর দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সে সব কাজ সম্পন্ন করতে হবে। Urinal এবং latrine সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য latrine এর অভাবটার কথা বলেছেন এবং সরকারকে আরও latrine করার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু শুধু latrine করলেই চলবে না আমাদের দেখতে হবে সেই latrineগুলো যেন properly use করা হয়। গোলবাজারে যে latrineটি করা হয়েছে সেটা Sanitary latrine কিন্তু দু' এক মাস যেতে না যেতেই দেখা গেল সে latrine টা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। Sanitary latrine এ পায়খানা করার পর জল ঢালতে হয় এবং এ latrine এর মধ্যে বাজে জিনিষ পত্র ফেললে system নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের একদিকে টাকা খরচ হচ্ছে অন্য দিক দিয়ে এ সব জিনিষগুলো ও যাতে properly used হয় সেজন্য জনসাধারণকে সচেতন করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের নাগরিকদের উপকারের জন্য যে টাকা খরচ করা হচ্ছে এবং তাতে যে জিনিষ তৈরী করা হচ্ছে সেটা যেন নষ্ট না হয় তা নাগরিকদের দেখতে হবে। Latrine যাতে properly utilise করা হয় মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণও তার জন্য জনসাধারণকে উপদেশ দিতে পারেন। এক দিকে তারা বলছেন হাজার হাজার টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে অথচ latrine হবে না। আমি বলব হাজার হাজার টাকা খরচ করে যে latrine করা হচ্ছে সেটা নষ্ট না হয় সেটা আমাদের দেখতে হবে। অতএব এসব জিনিষগুলো যাতে properly use করা হয় সেজন্য দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব। একবার মাননীয় সদস্যবর্গ বলেছেন cashewnut

ভাল জিনিষ। Cashewnut নিশ্চয়ই ভাল জিনিষ এবং সেই জন্যই এখানে যাতে ভাল cashewnut উৎপাদন করা হয় সেজন্য কৃষকদের encouragement দেওয়া হচ্ছে এবং cashewnut এর ব্যাপারে development officerদের training দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। cashewnut এখানে ভাল হলে বাহিরের বাজারেও তা আমরা বিক্রি করতে পারব। এই cashewnut এর ব্যাপারে preasantদেরকে cultivationদের যাতে training এ পাঠানো হয় সেজন্য গত বাজেট অধিবেশনেও আলোচিত হয়েছিল। এই cashewnut ভাল ভাবে উৎপাদনে করা গেলে ত্রিপুরা foreign exchange earn করতে পারেন কারণ বিদেশে এটা রপ্তানি করা যাবে। সামান্য টাকা invest করে cashewnut উৎপাদন করা যায় এবং সেজন্যই নানা রকম পরিকল্পনা করে আমরা কৃষকদেরকে encouragememt দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেছি। অতএব মাননীয় সদস্য যে cut motion এনেছেন তা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। সেজন্যই আমি বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার সমর্থনে আমার বক্তব্য শেস করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on the Hon'ble Minister to reply his motion.

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এ Demand এর যে দাবী উত্থাপন করেছি House এর সামনে সে দাবীর সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। এই দাবী মঞ্জুর করে ত্রিপুরার কৃষকদের ও জনসাধারণদের উন্নতির আমাদের যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করার জন্য House এর কাছে আবেদন রাখছি। ত্রিপুরার কৃষকদের উন্নতির জন্য. উন্নয়নের প্রয়োজনে যতটা টাকা রাখা দরকার বাজেটে ততটাই রাখা হয়েছে এবং কৃষকগণকে Loan দিয়ে, grant দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে। এখানে আমার Motion এর উপরে যে কয়টা ছাটাই প্রস্তাব আছে that inadeque provision for loan to cultivators, ইহা এনেছেন শ্রীঅঘোর দেববর্মা। আবার শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা এনেছেন that inadequate provision for loans to agriculturists. এটা বুঝতে পারলাম না তারা agriculturist এবং cultivators এ দুটো শ্রেণী কোথায় পেলেন। একবার বলছেন loans to agriculturists আর একবার বলছেন loan to cultivators. এ দুটো বোধ হয় একই। Loans to cultivators (plan) যেটা দেওয়া হয়েছে ১৯৬৩-৬৪, ১৯৬৪-৬৫ সনের comperative statement আমি এখানে দিচ্ছি। Loans to Development of Fisheries ১৯৬৩-৬৪ সনে ২০,০০০ টাকা ছিল, ১৯৬৪-৬৫ সনে তা ধরা হয়েছ ২৫.০০০ টাকা। Development cashewnut ১৯৬৩-৬৪ সনের জন্য ছিল ১২,০০০ টাকা. ১৯৬৪-৬৫ সনে সে খাতে ধরা হয়েছে ২৫,০০০ টাকা। Development of fruit production এর জন্য ১৯৬৩-৬৪ সনে ২৩,৮০০ টাকা আর ১৯৬৪-৬৫ সনে সে খাতে ধরা হয়েছে ৬০,০০০ টাকা। Non-plan-Loans to agriculturists ১,৪০,০০০ টাকা ধরা হয়েছিল। ১৯৬৩-৬৪ সনে আর এ বৎসর ১৯৬৪-৬৫ সনে ধরা হয়েছে ২,০০,০০০ টাকা। Loans to agriculturist for aquisition of land for 40 colonies for displaced persons from East Pakistan ১৯৬৩-৬৪ সনে ছিল ৩,০০,০০০টাকা, ১৯৬৪ ৬৫ সনে displaced people in Tripura তার জন্য ধরা হয়েছে ৩,০০,০০০ টাকা। Total

non-plan ৪,৬৪,০০০ টাকা ১৯৬৩-৬৪ সনে আর ১৯৬৪-৬৫ সনে ৭,৭৫,০০০ টাকা। আমরা কৃষকগণকে নানা দিক দিয়ে সাহায্য করছি। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট সাহায্য করা হচ্ছে। Displaced Cultivators & Agriculturists in Tripura—তাদের কিভাবে সাহায্য করা হচ্ছে তার একটা comparative statement আমি এখানে দিয়েছি। Agriculturistদেরকে দুই ভাবে সাহায্য করা হয়। Agricultural loan এবং Dadan loan এই দুই ভাবে সাহায্য করা হয়। জুমিয়াদেরকে মহাজনের খপ্পর থেকে রক্ষা করার জন্য Displaced Agriculturistদেরকে Bullock, seeds প্রভৃতি ক্রয় করে চাষ কার্য্যে যাতে তারা অগ্রসর হতে পারে তার জন্য এ Dadan loan দেওয়া হয়। ১৯৬০-৬১ সনে যে loan দেওয়া হয়েছে তাহল ৯৫৭টি case এবং টাকার পরিমাণ হল ৯১,০০০ টাকা। ১৯৬১-৬২ সনে ৯৪২ জন এবং ঋণের পরিমাণ হল ১,৯৬,১৬৫ টাকা। ১৯৬২-৬৩ সনে দেওয়া হয়েছে ৬২৫ জনকে এবং টাকার পরিমাণ ১,১৬,৮০০ টাকা। এ দাদন লোন আমরা যা দিয়েছি তার comparative statement হল ১৯৬০-৬১ সনে ১১৪৫ জন এবং টাকার পরিমাণ ১,৩৫,৬৭৫, ১৫৬১-৬২ সনে ৯২১ জন এবং টাকার পরিমাণ ৩৮,১৮৮ টাকা। ১৯৬২-৬৩ সনে ৩৩৬৬ জন এবং টাকার পরিমাণ ১,৪০,৯৪৫ টাকা। Integration এর পরে আমরা যে agricultural loan দিয়েছি তার পরিমাণ হল ৪৪,৭৫,০০০ টাকা আর আদায় যা হয়েছে তা হল ৮,৭৫,০০০ টাকা। কাজেই আপনারা realisation এর পরিমাণ দেখেই বুঝতে পারছেন যে যেহেতু ঝড় এবং বন্যায় যাদের শস্যের ক্ষতি হয়েছে আমরা তাদের উপর চাপ দিচ্ছি না। কাজেই আপনাদের যে বক্তব্য যে এটা inadequate তা আমি স্বীকার করতে পারলাম না।

আর একটা Cut Motion ছিল যে Municipal Employees are not given the pay scales of the govt. Employees. Municipality একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। তাদেরও বেতন বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমি জানি না আপনারা কতখানি খবর রাখেন। সেখানকার Surveyer, Estimator প্রভৃতি কতকগুলি Post আছে, সেগুলিতে যে বেতন Scale আমাদের সরকারী কর্ম্মচারীদের মত। আর তাদের class IV Employeesরা কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু বেশী পায়। কারণ তাদের Nature of work একটু অন্য ধরণের। তবে এটা ঠিক যে West Bengal Municipal Act এখানে চালু হয়েছে। তবে আগরতলা Municipalityর সংগতি আপনাদের দেখা উচিৎ। কারণ এটা নির্ভর করছে সরকারী loans & grants এর উপর। তবে যখনই সুযোগ হবে তখনি তারা তাদের কর্মচারীদের বেতনের হার বিবেচনা করবেন। এটা তাদের বিবেচনার মধ্যে আছে বলে আমরা জানি।

তারপর মাননীয় Islam সাহেবের আর একটি ছাটাই প্রস্তাব আছে যে Lavatory এর সংখ্যা কম। আগরতলা জনসাধারণের পক্ষে সেটা কম, বাতি ছাড়া তারা কষ্টভোগ করছেন সেটাও ঠিক। আমাদের বর্ত্তমানে ৭টি Lavatory আছে। আরো সংখ্যা বাড়ানো যায় কিনা তা কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করছেন এবং তার জন্য ১০,০০০ টাকা বরাদ্দ করছেন। আগরতলা Water supply সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য Islam সাহেব যে অভিযোগ করেছেন যে এখানকার পানীয় জল ভাল নয় এবং পানের অযোগ্য এটা আমিও স্বীকার করি। এটার কাজ আরম্ভ হয়েছে। এটা মাননীয় সদস্য

জানেন এবং তার কাজ 70·/. শেষ হয়েছে। আমি আশা করি এয় পরিকল্পনা শেষে আগরতলাবাসী জল পান করতে পারবেন। তবে তাঁর ইংগিতটা ছিল Chief Commissioner এর বাড়ীর দিকে। তবে Chief Commissioner এর কুয়া আছে। কাজেই আগরতলাবাসীর জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থা করছেন।

বাজার উন্নয়ন সম্পর্কে বলেছেন যে মফঃস্বলের বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ। এটা ঠিক এবং আমরা স্বীকার করি। তবে সমস্ত বিভাগের মফঃস্বলের বাজার এক সংগে করতে পারিনা। এবং এটা সময় সাপেক্ষ এই আশ্বাস আমি দিতে পারি। উদয়পুর বাজার উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে। সোনামুড়াতে কাজ চলেছে। তবে সবচেয়ে বেশী খারাপ কৈলাসহরের বাজারের অবস্থা। সেটা অবশ্য আমার Constituency. কিন্তু আপনারা কৈলাসহরের কথা বলবেন না। তাহলে বাঁচতাম এবং বলতে পারতাম যে সমগ্র ত্রিপুরার কথা চিন্তা করছেন। কিন্তু কৈলাসহরে তাড়াতাড়ি করলে আপনারা বলবেন যে তিনি তাঁর Constituencyতে আগেই করেছেন। সেজন্য আমারটা বিলম্বে করব।

আমাদের মৎস্যগত প্রাণ। এটা ঠিক কথা। কাজেই মৎস্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। এটা আমি স্বীকার করব যে সরকারী ভাবে আমরা সফল হতে পারিনি। তবে আমরা এই আশ্বাস দিচ্ছি যে আমরা বেসরকারী উদ্যোগকেও উৎসাহিত করার জন্য চিন্তা করছি। যা হোক যে ছাটাই প্রস্তাব মাননীয় সদস্যরা এনেছেন তার আমি বিরোধীতা করছি এবং আমার যে মূল motion আছে আমি আশা করি House সর্বসম্মতি ক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker:— The discussion on Demand No. 42-Loans & Advances by the State & Union Territory Government is closed. I now put the motions to vote. First I will put the cut motions by Shri Aghore Deb Barma 'that' Inadequate provision for Loans to cultivators". that Municipal employees are not given the pay scales of the Govt employees", by Shri Dinesh Deb Barma that" Inadeqate Provisions for Loan to agriculturists" by Shri Atiqul Islam that inadequate number of Lavatories in Agartala Town to vote. I put all there cut motions together. As many as are of that opinion will please say Ayes. (Voices : Ayes) As many as of are contrary opinion will please say Noes (Voices : Noes) Noes have it. The motions are lost.

I would now put the main motions to vote. The questions before the House is that a sum not exceeding Rs. 45,85,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on account) Bill 1964) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1965 in respect of Demand No 42 Loans & Advances by the State & Union Territory Governments.

As many as of are that opinion will please say Ayes (voice Ayes). As many as of are contrary opinion will please say Noes (No voice). Ayes have it. The motion is passed.

I would now pass on to the next item. I would call Hon'ble Minister to move his motion for Demand for grant No. 40.

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আমার Demand for grant No. 40 হাউসে পেশ করছি। আশা করি হাউস এটা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,21,78,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the appropriation (vote on Account) Bill 1964, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No 40 Capital outlay on Schemes of Government Trading.

আমি আমার এই Demand No 40তে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী হাউসে পেশ করেছি সেই দাবী সম্পর্কে বলব এই কথা ; যে ত্রিপুরাতে আমরা Govt trade করছি সেটা only on food grains rice & wheat এবং, তারজন্য এখানে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সেটা যুক্তি সংগত। আশা করি হাউস সেটা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 40 তে আমার একটা cut motion আছে সেই cut motion হল that "inadequate provision for distributing improved seeds at subsidy" আজকে আমরা চাই, বা না চাই অবশ্য আমরা এই ব্যাপারে rulling Party এর সঙ্গে একমত নই, আজকে এক বিরাট অংশ ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষক বলতে যারা বুঝায়। তারা সরকারী চাপেই বা Exchange এর নামেই এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আজকে অমরপুর এবং সাবরুমের মাঠগুলির দিকে যদি তাকাই আমরা দেখতে পাই যে বিরাট সংখ্যক মুসলমান সেখানে বাস করত। তাদের কাছে অনেক সীডস্ মজুত থাকত। তারা এখন রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবং নূতন লোক আসছে। তাদের কাছে আমরা কোন seeds পাব না। একথা স্বীকার করতেই হবে যে আগামী বৎসরে বা এই current year এ seeds এর একটা বিরাট অভাব দেখা দেবে। বিভিন্ন তরী-তরকারীর আগের বৎসরের তুলনায় অনেক দাম বেড়েছে। মূল কথা হল এখানে যারা আছে তাদের কখন যে কা'র চলে যেতে হবে তার কোন স্থিরতা নেই। কাজেই তরী-তরকারীর উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। বিভিন্ন পাহাড়ী এলাকাতে যখন ধান ইত্যাদির shortage হত তখন এই সমস্ত মুসলমানদের মধ্য থেকে পাহাড়ীরা ধান পেত। কিন্তু এখন আর সে সুযোগ নেই। কাজেই এই বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে—তা যথেষ্ট নয় একথা আমি বলব। এভাবে যদি আমরা চলতে থাকি তাহলে আমরা দেখব যে অধিকাংশ জমি আমাদের অনাবাদী পড়ে থাকবে। কাজেই এখানে আমরা বাজেট বরাদ্দ রাখছি অর্থাৎ grow more food এর এবার যে target এটা আমরা fulfilled করতে পারব না। আজকে আমরা দেখি যে কৃষকের যখন ধানের প্রয়োজন হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে তা পাওয়া যায় না। সরকার পক্ষ থেকে যদিও বুয়ো ধানের বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে তা মাথা পিছু ২॥ সের করে। তাও সময়মত দেওয়া হয় না। আমাদের

নজীরে আছে যে যখন কৃষকেরা বীজ ধানের জন্য হাহাকার করবে তখন সরকারী গোদাম থেকে তা দেওয়া হয় না কিন্তু যখন দেওয়া হয় তখন কার্যত তা কাজে লাগানো যায় না। misuse হয়ে যায়। যদি আমাদের খাদ্যোৎপাদনের লক্ষ্য থাকে তাহলে আমাদের এখন থেকে বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। আর এই প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্য Mr. Dutta বলেছেন যে কৃষকদিগকে loan বেশী করে দিয়ে ঋণ গ্রস্থ করে তুলেছি এই কথা Communistরা বলে থাকে। একথা নিশ্চয় শুনতে খারাপ লাগে, তবে মানুষ কি চিরকাল loan এর উপরে নির্ভর করে থাকবে? আমরা বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন খাতে টাকা বরাদ্দ করে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করার চেষ্টা করি—কিন্তু কার্য্যত কৃষকদের আয় বাড়ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। আজকে loan এর বরাদ্দের কথা বলছি। নীতিগতভাবে loan দেওয়াকে encourage করা যায় না।

কিন্তু আজকে মানুষকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়ে loan নিতে হয়। গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মান উন্নয়ন করার জন্য আমরা দেখি বহু plan করা হয়েছে—এই বাজেটে দেখতে পাওয়া যায়। তার মারফত ধান দেওয়া হচ্ছে যাতে জমির ফসল, ফল প্রভৃতি বৃদ্ধি পায় তাদের loan দেওয়া হচ্ছে যাতে করে কৃষকদের মান উন্নত হতে পারে। কিন্তু আজ যদি সত্যি সত্যি দেখি, যখন হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয় তখন ত্রিপুরারাজ্যে কৃষকদের বিশেষ করে আদিবাসীদের যারা যে ফলের বাগান, আনারসের বাগান করত তা থেকে একটা বড় আয় ছিল; তা দেশ বিভাগের সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যায়। আজকে সেটা নিশ্চিত হয়ে গেছে কেন? তার জবাব কে দেবে? বাইর থেকে যে দ্রব্যাদি আসত এবং এখান থেকে যে কাঁচামাল বাইরে যেত সেটা একটা বড় আয়ের পথ ছিল। কৃষকের অনেক বেশী রোজগারের পথ ছিল, ছন কেটে বিক্রী করা; আনারস কাঁঠাল প্রভৃতির মাধ্যমে রোজগারের পথ ছিল তার যে ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেল তার স্পষ্ট ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত আমরা করতে পারিনি। তার ফলে কি দেখছে পাই, দেখতে পাই যে কৃষক আনারস উৎপাদনে আজ উৎসাহী নয় এবং তাদের যে বাগান সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। Labour দিয়ে যে আনারস তারা বাড়ী থেকে বাজারে নিয়ে যায় তা বিক্রী করে তাদের labour costও উঠে না। কাজেই বাগান maintain করা, রক্ষা করা তারা প্রয়োজনবোধ করে না। তার জন্যই আজ এই সমস্ত বাগান নষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন প্রকল্প, পরিকল্পনা আমরা করি কৃষকদের উৎপাদনের জন্য কিন্তু তার সাথে সাথে বেচা-কেনার ব্যবস্থাও আমাদের রাখতে হবে। এইগুলি না রাখলে আমাদের উন্নতি কোন অবস্থাতেই বাড়তে পারে না কাজেই এখানে Jute সম্পর্কে একটা কথা আছে। এটার যাতে উন্নতি করা যায় তার জন্য Jute Development scheme এখানে আছে। কিন্তু, বাস্তব অভিজ্ঞতা এখানে কি বলে? আমার দেখা গত যুদ্ধের বছর হঠাৎ করে যখন পাটের দাম বেড়ে গিয়েছিল তখন ত্রিপুরারাজ্যে যেখানে সেখানে ১ ইঞ্চি পর্য্যন্ত জমি বাদ না দিয়ে পাটের চাষ করা হল। কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসরই তার দাম কমে যায়। এমন কি labour খরচও তখন তাদের পাট বিক্রী করে উঠেনা। অনেক কৃষক পাট কাটার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেনি। অনেক জঙ্গলে পাট না কেটেই এমনি রেখে দেওয়া হয় তার ফলে এই সব পাট নষ্ট হয়ে যায়। আজকে কৃষকদের আমরা উন্নতির কথা বলি, বড় বড় কথা বলি কিন্তু আমাদের পাটের জিনিষ থেকে যে বিদেশ থেকে পয়সা আসে তাকে রক্ষা করার জন্য কোন চেষ্টাই আমাদের নেই। সংঘাতিক কথা। তাকে রক্ষা করার জন্য যদি আমরা

Trade Marketing Society করে তার মারফত কেনা বেচার ব্যবস্থা করতাম, কৃষকদের ভাল দাম পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতাম তাহলে Jute producation অনেক বাড়ত, quality অনেক সুন্দর হত। কিন্তু তা আমরা করি না। একটা Committeeর উপর তার দাম নির্ধারন করার ভার দিয়ে দেয়। এই ভাবে আমরা কৃষকদের অনিশ্চয়তা অবস্থায় মধ্যে ঠেলে দিয়ে থাকি এবং দোষারূপ করি তারা কাজ করে না। এটা অত্যন্ত অন্যায় আজকে যদি আনারসের বাগান করে কৃষকরা উন্নতির রাস্তা দেখে তাহা হলে নিশ্চয়ই সমস্ত কৃষক উৎসাহের সঙ্গে আনারসের বাগান করে নিজস্ব উন্নতির ব্যবস্থা করত। পাট বিক্রী করে যদি তারা বেশী টাকা পেত তা হলে interested হয়ে তারা সে সব করত। এই ভাবে অনেক আগে আম, কাঁঠাল এখান থেকে রপ্তানি হত কিন্তু আজকে আমরা সেটা করতে পারছি না। যেমন ছন কেটে বিক্রী করে তাদের একটা আয়ের পথ ছিল এবং এর দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত। কিন্তু আজ সেটা বন সম্পত্তি হয়ে গেছে। এই ভাবে তাদের একটা আয়ের পথ বন্ধ করা হল কিন্তু তার substetute পরিকল্পনা এটা পূরণের জন্য চেষ্টা করা দরকার ছিল। কারণ বনে ঢুকলে বন বিভাগের কর্মচারী তাদের ধরে নিয়ে যাবে। একদিকে আমরা বলব আরও বাড়াও আবার আমরাই তাদের আয়ের পথ বন্ধ করে দিচ্ছি। Tilla আবাদ করতে দেব না, চাষ করতে দেব না, জুম কাটতে দেবনা এই ভাবে ত্রিপুরার আয়ের পথ, উন্নয়নের পথ বন্ধ করব, আর আমরা বলব আয় বাড়াও Horticultare এর জন্য অনেক টাকা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ফলের চারা (আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে) যা দেওয়া হচ্ছে তার অধিকাংশ চারাই পঁচে নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ সেগুলি ভাল করে check করে দেওয়া হয়নি। সরকারের কাজ হচ্ছে শুধু কি করে কিছু কাজ রাখা যায়। এইভাবে যদি কার্যক্রম চলে তাহলে কৃষকদের সেই চারা লাগানোর কোন সার্থকতা নেই। চারাগুলো যদি বাঁচানো না যায় তাহলে আমাদের purpose serve করে না। এইভাবে জনসাধারণের অর্থ mis-use করা হয়। অতএব সেই দিক দিয়ে আমাদের নজর রাখা দরকার। এই বলেই বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Umesh Lal Singh.

Shri Umesh Lal Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে Demand No. 40 হাউসের সামনে উত্থাপন করেছেন তাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা হল ১,২১,৭৮,০০০ টাকা—সেটা যথোপযুক্ত হয়েছে বলে মনে করি এবং আমি তা সমর্থন করি। পক্ষান্তরে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য এ Demand এর বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব এনেছেন তা যুক্তিহীন বলেই প্রমাণিত হচ্ছে। তারপর বাজেটে যে টাকার বরাদ্দ আছে for purchase of food grains বা grow more food "এর schemeএ এখানে purchase of food grains এর জন্য provision রয়েছে তাও আমি সমর্থন করি। সাধারণভাবে আমরা দেখতে পাই যে যে scaleএ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রতি বৎসর হচ্ছে তা সত্বেও প্রতি বৎসর আমাদের খাদ্য শস্য আমদানী করতে হয়। এবং তারজন্য যে টাকা ব্যয় হয় তার পরিমাণ হল ১,১৪,৩৫,০০০ টাকা এবং স্থানীয় ধান চাউল সংগ্রহ করার জন্য যে টাকা ব্যয় হয় তার পরিমাণ হচ্ছে ৫,৪৩,০০০ টাকা। এরপরে আমরা দেখতে পাই

ভাল বীজ যাতে কৃষকেরা পেতে পারে তারজন্য ২৫,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যাতে কৃষকেরা ভাল শস্য উৎপাদন করতে পারে। গাছে যাতে ভাল সার বা manure অথবা chemical fertilizer as subsidy দেওয়ার জন্য ২৫,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তারপর purchase and distribution of plant production chemical and equipment as subsidy under plant production scheme এ বরাদ্দ করা হয়েছে ৪০,০০০ টাকা। অতএব বাজেটে এ সব বিষয়ে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা যথোপযুক্ত। আমি একটা কথা বলতে চাই যে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য বলেছেন যে যথাসময়ে বীজ দেওয়া হয় না। কিন্তু কৃষক যারা আছেন তাদের মধ্যে যার বীজ নেই তাদেরকে বীজ দেওয়ার প্রশ্ন দাঁড়ায়। কিন্তু কৃষকদের প্রাথমিক কর্ত্তব্যই হল বীজ সংগ্রহ করা। তারা কিছুই করবে না আর সরকারই সব দেবে এমন কথা হতে পারে না। তারা জমি চাষ করবে অথচ বীজ থাকবে না। অবস্থার চাপে পড়ে যদি কোন লোক নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চায় তাহলে কিছুই বলা যায় না। যার জমি আছে তাকে বীজ হাতে রাখতেই হবে। আমাদেরকে বীজ দাও, কৃষি ঋণ দাও, fishery এর জন্য টাকা দাও, জমি দাও, রাস্তার ব্যবস্থা করে দাও। কিন্তু দেখতে হবে সরকারের পক্ষে সব দেওয়া সম্ভব হবে কি না। প্রকৃতপক্ষে সকলকেই স্বাবলম্বী হতে হবে, তার নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হবে। কৃষকদের সব সময় পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা চলবে না। আর এখানে বলা হয়েছে পাকিস্তান হওয়ার পর আমাদের আনারস রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেছে, ফলে আনারস উৎপাদনও কমে গেছে। আমরা কি সব সময় পরের উপর নির্ভর করেই থাকব? পাকিস্তান হিন্দুস্তান হয়েছে একথা বলে কি আমরা আমাদের রপ্তানী কমাব? পাকিস্তান হিন্দুস্তান হওয়ার পূর্বে এখানে আমরা অল্পসংখ্যক লোক ছিলাম। তারপরে East Bengal, আসাম প্রভৃতি জায়গায় আমরা কিছু কিছু জিনিষপত্র রপ্তানী করতে পারতাম। কিন্তু এ রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য আমরা বিরোধী পক্ষকে অনেকটা দায়ী করছি। এ দেশ বিভাগের জন্য আপনারাই দায়ী। তাই সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে আমাদের সমালোচনা করতে হবে। দেশ বিভাগ করবার জন্য যে সমস্ত উদ্ভট পরিকল্পনা আপনাদের ছিল দেশ বিভাগের সেটাই একটা কারণ। উৎপাদনের দিক দিয়ে লক্ষ্য রাখতে হলে দেখতে হবে যে, সরকার এ দিক দিয়ে যে সমস্ত furtilizer দিচ্ছেন সে সমস্ত সার ব্যবহার করে কৃষকেরা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারছে কি না। ভাল উৎপাদন যাতে করতে পারে সেই জন্য কৃষকদের স্কুল করা প্রয়োজন। কৃষিকার্যে যাতে সহযোগীতা হতে পারে তারজন্য ভাল গরু এবং কৃষি বিদ্যায় পারদর্শিতাও কৃষকদের থাকা উচিত। মানুষের মনের মধ্যে এই যে ভাব "আমাদের খাজনা মকুব করে দাও, আমাদেরকে এটা দাও, ওটা দাও, কিন্তু আমরা কিছুই ফেরত দেব না। তাদেরও যে কিছু দিতে হবে একথাও তাদের মনে রাখা উচিৎ। এই সব যুক্তি বিরোধী পথ দেখিয়েছেন। যেখানে একটা কিছু অভাব আছে সেখানেই বলা হবে "আমাদের দাবী মানতে হবে, আমাদের কথা শুনতে হবে, তা নাহলে গদী ছাড়তে হবে।" আমাদের Land Reform Act সম্বন্ধে যে আইন এখানে প্রচলিত হয়েছে তা হল জমি যে কৃষকের অধীনে আছে বা জমি যে কৃষক চাষ করে জমি তারই হবে। এমন প্রচার বা প্রপাগাণ্ডা করা উচিৎ যে সরকারের তরফ থেকে ধান কিনার জন্য, Procurement করার জন্য ধান যাতে আনতে পারে এবং কৃষকরা দু'টো পয়সা পেতে পারে সেদিকে বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্যেরও দেখা দরকার। আমাদের দেশের কৃষককে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে তাদের মন বা mentality যথোপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে।

সরকারের তরফ থেকে যত রকমের সাহায্য দরকার তা নিশ্চয়ই করা হবে। আমাদের উন্নয়নমন্ত্রী বাহাদুর বীজ সংগ্রহের জন্য কিছুদিন হল শিলং গিয়েছেন, সেখান থেকে নিশ্চয়ই তিনি ভাল বীজ সংগ্রহ করে আনবেন, অবশ্য যথটা ভাল পাওয়া যায়। সব দিগেই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থার জন্য অনেক সময় অসুবিধা হয়। তবুও যতটা তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা যায় তাই করা হচ্ছে। কিন্তু তারজন্য যখন অপরের কাছে আমরা বীজ সংগ্রহের জন্য গিয়েছি তখন তার কতটুকু আছে বা কতটুকু দিতে পারে সেটাও দেখতে হবে। তবুও ছুটাছুটি করে যতটা বেশী সংগ্রহ করা যেতে পারে তাই সংগ্রহ করা হবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কৃষকদের সম্পর্কে সরকার মোটেই উদাসীন নন। কৃষকদের যাতে উন্নতি হতে পারে তার ব্যবস্থা বাজেটে রাখা হয়েছে। আর একটা কথা যে বীজ আমরা আনবো তার উপরে আমাদের subsidy দেওয়ার প্রয়োজন হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে আমাদের খাদ্যের ব্যাপারে আমরা কতটা উন্নতি করেছি সে বিষয় চিন্তা করতে হলে জমির উৎপাদন শক্তি যে ক্রমশ: কমে যাচ্ছে তাহাও লক্ষ্য রাখতে হবে। তবুও উৎপাদনের বিষয়ে উন্নতি কম হয়নি। জমির উৎপাদন শক্তি যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য উন্নত ধরণের বীজ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং ভাল সার প্রয়োগ করার জন্য কৃষিবীদ বা expert দেরকে দিয়ে কৃষকদের সাহায্যকরার চেষ্টা করা হচ্ছে। জমির উর্ব্বরতা শক্তি ক্রমে ক্রমে কমে যাবে না উর্বরতা শক্তি বাড়বে? কৃষকের জমির ধান ঠিক ঠিক ভাবে পেতে হলে ভাল সার প্রয়োগ করতে হবে নচেৎ উৎপাদন শক্তি কমে যায়। এদিক দিয়ে নেতাদের তরফ থেকে তাদেরকে সচেতন করা দরকার বলে আমি মনে করি। আমাদের দেশে পাট উৎপাদন হয় এবং সে উৎপাদনটা নেহাৎ কম নয়। আমরা দেখতে পাই ১৯৬৩-৬৪ সনে আমাদের ত্রিপুরায় ৩,৮৮,৮০০ মণ পাট উৎপন্ন হয়েছে। ক্রমে ক্রমে যাতে সে ঋণের মধ্যে জর্জ্জরিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য করে খরচ করতে হবে। তাহলে তার লাভ হবে। আমি এই বলেই Demand for grant No- 40 এর সমর্থনে এবং ছাটাই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি State Trading সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করতে চাই। এটা আমরা জানি যে আমাদের ত্রিপুরাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ক্রমে ক্রমে খুব বাড়ছে। West Bengal এ জিনিষের যা দাম তার চেয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী হচ্ছে। কাজেই আমরা যদি জিনিষের দাম fix না করি তাহলে সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। এবং এখনই তা গেছে। আমার কথা হচ্ছে সরকারকে এই দায়িত্ব নিতে হবে। নতুবা এই যে আগুনের মত দর দৈনন্দিন বাড়ছে তার কাছে যাওয়ার মত ক্ষমতা public এর নেই। কাজেই শীঘ্রই ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে আমরা market control করতে পারব না। এবং fair price shopএর মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমাদের Rationএ সরবরাহ করা উচিৎ। না হলে সাধারণ মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকার উপায় নেই। এছাড়া আমাদের পক্ষে দ্বিতীয় পথ খোলা নেই। আমি State Transport সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলতে চাই। আমরা একটা Scheme করেছিলাম যে State Transport করা হবে। আমাদের যদি State Transport থাকত তাহলে এই মুনাফাটা আমাদেরি হত। তা না

করে ব্যক্তিগত মালিকানার উপর ছেড়ে দিলাম। আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন ত্রিপুরায় মুষ্টিমেয় কতকগুলি বড় ব্যবসায়ীর হাতে ব্যবসা ক্রমশঃ concentrate হচ্ছে। কাজেই আমরা যদি সেখানে monopolyকে controll না করি তাহলে এই যে monopoly grow করার trend সেটা আমরা check করতে পারব না। মাননীয় সদস্য উমেশ লাল সিং বলেছেন যে কৃষকেরা শুধু অফিসে আসেন কিন্তু তারা কিছু দেন না। এত বড় যে flood গেছে তারা কয়জনের খাজনা মাপ করেছেন। (a voice : সে রকম plan হচ্ছে) যখন হবে তখন বলবেন। যারা নাকি কৃষক আজকে তারা অভাবের তাড়নায় বীজ ধান খেয়ে ফেলেছে। সে জন্যই সে অফিসে যায় না হলে তারা যেত না। তার ঘরে থাকলে সে ভিক্ষা মাগত না। আপনারা Survey করুন ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকের ঋণ কত। তারা ঋণ নিয়ে জমায়, ঋণ সারা জীবন ভরে বয় আর মরবার সময় সে ঋণ বংশধরদের দিয়ে যায়। তাহলে দেখবেন তাদের চেহারাটা কি? তারা মহাজনদের ঘরে যায় টাকা আনতে। সখ করে তারা যায় না। সেই ইতিহাস আপনারা জানেন না বলে আজকে তাদের বিদ্রুপ করছেন। যদি বাইরে গিয়ে একথা বলতেন তাহলে দেখতেন কি উত্তর পাচ্ছেন। দাংগা কেন হয়, ভারত ভাগ কেন হয়। সেটা পত্রিকাতে দেখুন। আপনারা লোভে, ক্ষমতার লোভে আপনারা মদমত্ত হয়ে আপনারা ভারত ভাগ করেছেন। কারণ বহু জেল খাটা খাটুনীর পর একটু আয়েস আনন্দ চাই। তাই আপনারা তা করেছেন। গান্ধীজী তা চান নি, জনসাধারণ তা চায় নি। আপনারা পত্রিকা দেখুন, আপনারা তা না দেখতে পারেন। কিন্তু আমরা তা দেখেছি। কারণ আপনারা তখন মনে করেছেন যে যদি আমরা দেশ ভাগ না করি তাহলে আমরা আরাম আয়েস করতে পারব না। ক'দিন বাঁচব কে জানে। কাজেই একটু আরাম আয়েস করা চাই। কিন্তু জনসাধারণ আজ করছে তার প্রায়শ্চিত্ত। তার ফল আপনারা ভোগ করছেন না দেশের মন্ত্রীরা তা ভোগ করছেন না, ভোগ করছে দেশের জনসাধারণ। যে চিত্র আজ গ্রামে আছে তা Survey করলেই বেরিয়ে আসবে। আমি যদি State Transport করি— আমার সেখানে income বাড়বে। কম হোক বেশী হউক আমার সেই policy নেওয়া উচিৎ। কিন্তু সেই attitude নেই। আজকে সিনেমা হল আমরা করতে পারি। কিন্তু আমরা তা করতে যাচ্ছি না কেন? কারণ আমি Private Sectorএ হাত দেব না। যদি আপনারা সেখানে না যান তাহলে কৃষক কৃষকই থাকবে, তাদের অবস্থার উন্নতি হবে না। কাজেই আমাদের কৃষকদেরও বিদ্রূপ করা উচিৎ নয়। আপনারা যখন যা চান তারা সব কিছুই দেয়, না দিয়ে তারা রেহাই পায় না। আপনারা essential commodites এর responsibility নিন। State Trading on essential commodities এটা কোন দলীয় প্রশ্ন নয়। সরকার যদি তার দায়িত্ব গ্রহণ না করেন তাহলে জনসাধারণের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়।

Mr. Speaker :— I wonld now call on Sri Sunil Dutta.

শ্রীসুনিল দত্তঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার সামনে যে Demand for grant No 40 Capital outlay on scheme Govt. Trading রাখা হয়েছে আমি তার সমর্থন করি। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে বুরো ধানের জমি পতিত রয়েছে। গত বন্যায় কৃষকদের হাতের বীজ নষ্ট হয়েছে এটা সত্যি কথা তবুও কিছু পরিমাণ বীজ ধান কৃষকদের

হাতে আছে। বাইরে থেকে আরও বীজ ধান আমরা সংগ্রহ করেছি এবং সময়মত তা দেওয়া হবে। বুরো ফসলের বীজ আমরা দিই না একথা ঠিক নয়। চলতি বছরে যে বুরো ফসল হয়েছে তা ত্রিপুরাতে ইতিপূর্ব্বে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এত ভাল ফসল হয়নি। বীজ ধান আমরা যদি সময়মত দিতে না পারতাম তাহলে বোরো ধান হত না। ত্রিপুরাতে যে বীজ ধান উৎপাদন হত তা এখন হয় না। লোক এদেশ ছেড়ে চলে যায়। যদি সত্যি তাই হয় এটা দুঃখের ব্যাপার। আমাদের দেশ থেকে সংখ্যালঘুরা চলে যান না অথচ অন্যান্য দেশ থেকে অনেকে এখানে আসেন অনেক অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত হয়ে আশ্রয়ের জন্য। দেশের independance রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব কংগ্রেসের, তারা দেশ ভাগ করেছিল, কেন করেছিল না কংগ্রেস আর জেলে যেতে রাজী নয়। মাননীয় সদস্য বহুদিন থেকে political partyতে আছেন। কাজেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভারতের কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপালেই তাদের কার্য্যকলাপ মুছে যাবে না। প্রত্যেকটি শিক্ষিত মানুষ জানেন কংগ্রেস আজীবন এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল। জিন্না সাহেব যখন বলেছিল দেশ বিভাগের সময় "আমরা মুসলমান আগে, তারপর ভারতবাসী, যখন ভারতীয় কংগ্রেসের কথা ছিল, "আমরা প্রথম ভারতবাসী, তারপর হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান। একমাত্র Political Party যে সায় দিয়েছিল সে হচ্ছে মাননীয় সদস্য যে Partyতে আছেন সেই ভারতের Communist Party, কংগ্রেসে এদের নিরাপত্তা আছে, অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আজ যারা সাধু সাজতে চান তারাই যদি পশ্চিমীগোষ্ঠির দাবীকে স্বীকার না করতেন তাহলে হয়ত আজ দেশ বিভাগ হত না। এরা যে কথা বলেছেন জেলে যেতে হয়রাণী হয়ে দেশ বিভাগ করেছিল কংগ্রেস। এক পিতার সম্পত্তি দুই ভাগ করে নেন তাতে দোষের কিছু নেই; সমগ্র ভারত যখন দাঙ্গাহাঙ্গামায়, অত্যাচারের শেষ সীমায় পৌঁচেছে তখন কিছু স্থান মুসলীম constituancyএর জন্য ১৯৪৬ সালে যখন কোন উপায় ছিল না, দেশের নিরাপত্তার জন্য কংগ্রেস মেনে নিয়েছিলেন। কাজেই সমস্ত দোষ কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অত্যন্ত অন্যায় বলে আমি মনে করি। কৃষকদের কথা বলতে গিয়ে এখানে মাননীয় সদস্য যে সব কথা বলেছেন— 'কৃষকরা কাজ করতে চায় না'—তা ঠিক নয়। আমাদের আনারসের বাগান নষ্ট হয়ে গেছে এটা সত্যি কথা। Partion হওয়ার পরে সে বছর যখন আনারসের দাম অত্যন্ত পড়ে যায়; একশত আনারসের দাম ২।০ টাকা পর্য্যন্ত নেমে যায়। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এখানে factory খোলার সাথে সাথে প্রতি ১০০টী ২০ টাকা দাম উঠেছে। কাজেই কৃষকরা করছে না, Market নেই বলা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন যে ১৯৬৩ সালে কৃষকদের আমরা বিনা মূল্যে ধানের বীজ বিলি করেছি। শাকশব্জী প্রভৃতি এবং ফলের চারা বিনা মূল্যে তাদের দেওয়া হয়েছে। State Trading সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন. চাউল না হলে জীবন ধারণ অসম্ভব। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সরকার বাইর থেকে এই চাউল এনে দিচ্ছেন। এই ত্রিপুরায় প্রতি বৎসর flood,cyclone ইত্যাদি বিপর্য্যয় লেগেই আছে, কাজেই প্রতি বৎসর ঘাটতি হচ্ছে। সে ঘাটতি পূরণ না করে উপায় নেই। যেটা সবচেয়ে আজ প্রয়োজনীয় সেটা সরকার হাতে নিয়েছেন। আর অন্যান্য সে সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন লবন, ডাল ইত্যাদি এখনও private sectorএর মাধ্যমেই চলেছে। পাটের কথা যে বলেছেন সে বিষয়ে আমি বলব যে কতগুলি private society আছে তাদের মাধ্যমে

পাট বেচাকেনা হয়ে থাকে। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন যে দাম যাতে steady থাকে তারজন্য সরকার দৃষ্টি রাখেন। মাননীয় সদস্য যে বলেছেন কৃষকেরা ফসল উৎপন্ন করে দাম পান না সে কথা সত্যি নয়। ফসল উৎপন্ন করলেই তার দাম আছে। ত্রিপুরাতে গত বছর পাটের দাম steady ছিল। যেগুলি private sectorএ থাকা সঙ্গত নয় সেগুলি সরকার হাতে নিয়ে নেন। যে সমস্ত scheme এখন private sector এর কাছে আছে সে সমস্ত scheme গুলি এক সঙ্গে সরকারের হাতে নেওয়া সম্ভব পর নয়। তার জন্যই এটা নেওয়া হয়নি। কাজেই মাননীয় সদস্য যে সমস্ত কথা, প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন যে, বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার দ্বারা অভাব পূরণ করা যাবে না তাও সত্যি নয়। ফসল উৎপাদন করলে কৃষক দাম পাবে, মূল্য ঠিকমত পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মাননীয় সদস্যের জানা আছে হয়ত কোন না কোন কারণে কোন কোন ফসলের দাম কমতে পারে, সেটা আমিও অস্বীকার করব না। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরাতে যে ব্যবস্থা আছে তাকে steady বলাই চলে। যদি কোন জিনিযের দাম অসঙ্গতীপূর্ণ ভাবে বৃদ্ধি পায় সেগুলির সঙ্কোচন যাতে করা হয় তার জন্য আমি সরকার পক্ষকে দৃষ্টি দিতে বলব। কলকাতার তুলনায় যদি কোন জিনিষের দাম অতিরিক্ত বেড়ে থাকে তাহলে মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করব যে সেখানকার Price list, Trade marketing সপ্তাহে সপ্তাহে আমাদের এখানে আসে তা দেখে আমাদের এখানকার ব্যবসায়ী, Profiteers যাতে অতিরিক্ত gain করতে না পারেন তার দিকে দৃষ্টি রাখতে। এই বলেই মূল প্রস্তাবের সমর্থন করে এবং Cut Motion এর বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Hon'ble Deputy Minister to give his reply.

Shri M. L. Bhowmick :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই Demend No. 40 তে যে দাবী পেশ করেছি এবং এই দাবী সমর্থনে আমি আমার দাবী রেখেছি। তবে এই Demand এর উপর যে কয়টি ছাটাই প্রস্তাব এসেছে তার মধ্যে মাননীয় শ্রীঅঘোর দেববর্মা যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন "that inadequate provisionfor distribu tion improved seeds are subsidy" তার উত্তরে আমি বলব যে আমরা বাজেটে ২৫ হাজার টাকা improved seeds বিলি করার জন্য ব্যবস্থা রেখেছি। এবং আমরা কৃষকদিগকে প্রতি মণ ২, টাকা হারে subsidy rate এ seeds সরবরাহ করেছি এবং আমরা ২ হাজার মণ improved seeds দিচ্ছি এবং তার জন্য আমাদের ত্রিপুরাতে State multiplication এর ৯টি centre আছে। সেগুলি হচ্ছে কুলাই, কলম— ছড়ি, একটা তেলিয়ামুড়া, একটা লালছড়ি, সোনামুড়াতে কাকলিপাড়া, উদয়পুরে, বিলোনীয়াতে রূপ- ছেড়া, সাবরুম, অমরপুর। এখানে ২ হাজার মণ seeds আছে এবং তার মধ্য থেকে ১ হাজার মণ সংগ্রহ করে কৃষকদের সরবরাহ করেছি subsidy rateএ যথা ২, টাকা per maund. আমরা for distribution of improved seeds এর জন্য যে ২৫ হাজার টাকা রেখেছি সেটা সময়োপযোগী এবং এর দ্বারা আমাদের কৃষকদের যে চাহিদা তা আমরা মেটাতে পারব। আমরা কৃষকদিগকে সাহায্য করতে চাই একথা যে সত্যি তার প্রমাণ বিগত বন্যার সময় আমরা দিয়েছি। ত্রিপুরার সমস্ত কৃষক যখন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, তাদের বীজধান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, বন্যার জলে সমস্ত ভাসিয়ে

নিয়েছিল তাহাদিগকে আমরা বিনামূল্যে বোরো seeds সরবরাহ করেছি। গতবারে আমরা gratuitous relief more in kind than in cash দিয়েছি। যার ফলে কৃষকেরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে এবং বোরো বীজ দেওয়ার ফলে, তাদের উৎসাহ দেওয়ার ফলে ত্রিপুরাতে যে বোরো ধানের চাষ হয়েছে তা ত্রিপুরাতে অতীত recordকে breack করেছে। প্রয়োজন বোধে কৃষক সাহাষ্য পায়, সরকার সাহায্য দেয় তার প্রমাণ সরকার দিয়েছে—একথাই আমি বলছি। তারপর মাননীয় Islam সাহেব বলেছেন essential commodities and jute এই দুইটি জিনিষ নিত্য নৈমত্তিক প্রয়োজনে যে সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করা হয় সেটা Govt. Trading এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় না কেন। অন্তর্ভুক্ত করি এটা ঠিক। আমরা শুধু food grains যেগুলি আছে যেমন rice, wheat এইগুলি Govt. Trading এর অন্তর্ভুক্ত করেছি।

Essential Commodities করিনা তার কারণ নীতিগতভাবে করি না। Essential Commoditiesগুলি open market এ বিক্রি হচ্ছে এবং govt. Trading অন্তর্ভুক্ত করলে সেটা Monopolyতে চলে আসবে যার ফলে জনসাধারণের অসুবিধা বলেই আমি মনে করি। কারন তাই শুধু নয়, essential Commodities free consumers Co-operative Societyগুলি যাতে স্বাধীনভাবে ব্যবসার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কারণ এই যে অর্থ, এই অর্থে সমবায়ের ভিত্তিতে সকলের কাজে লাগান যায় এটাই হল আমাদের লক্ষ্য, আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করতে যাচ্ছি। সরকার যদি এই সমস্ত জিনিষ সরকারের আয়ত্বে নিয়ে নেয় তাহলে অন্যান্যরা যারা ব্যবসা করতে চাচ্ছেন তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। Juteকে essential commoditiesএর মধ্যে ধরি না। এটা Govt. Trading এর under এ নয়। তবে Jute এর যে মূল্যমান সেটা যাতে স্থিতিশীল থাকে তারজন্য Co-operative মারফৎ সরকারী নির্দ্দেশে তার কেনা বেচা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এখানে Jute Advisory Board নেই। একথা অবশ্য ঠিক, এখানে Jute Advisory Board হওয়া উচিত, আমরাও বিচার বিবেচনা করে এটা দেখব। যাতে কৃষকরা উৎসাহিত হয় তারজন্য এ জাতীয় Board গঠন করা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করবে। State Transportকে Govt. এর অন্তর্ভুক্ত করার যে প্রস্তাব করেছেন এটা একসময়ে পরিকল্পনার ভিতর ছিল। Road Transport Corporation ইত্যাদি ২টি Scheme ছিল। কিন্তু দেশে emergency ঘোষিত হওয়ার পরে এই দুইটি scheme defer করা হয়। সেই জন্য এটা করা হয়নি। তবে Private Party কে Permit দেওয়া হচ্ছে যার ফলে ত্রিপুরাতে জনসাধারণের যে Travelling এর অসুবিধা হচ্ছিল কিছু সংখ্যক বাস চালু বৃদ্ধি করে তার সমাধান করার চেষ্টা হচ্ছে এবং যে বাস ply করছে তার standard আরও উন্নত করারও চেষ্টা হচ্ছে। Town Bus Service শহরে চালু আছে, Delux Bus ply করা হচ্ছে। বিভিন্ন রাস্তায় বিভিন্ন মহকুমাতে আগামী Decemberএ এটা চলবে বলে কাজেই যদিও এই Transport টা Govt. এর আয়ত্বাধীনে আনা হয়নি তথাপি আমি মনে করি এই যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা জনসাধারণ যে অসুবিধা ভোগ করছিল তাদের সে অসুবিধা ক্রমেই দূর হবে এবং যাবতীয় সুযোগ সুবিধা আমরা দিতে পারব। অতএব আমার মূল প্রস্তাবের উপর যে ছাটাই প্রস্তাব এসেছে তার আমি বিরোধিতা করছি এবং main motion Houseএর সামনে পেশ করছি আশা করি House সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Karunamoy Nath Chowdhury

Shri Karunamoy Nath Chowdhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় National Emergency খাতে যে ব্যয় মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে তার পক্ষে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজ এই National Emergencyর যে প্রস্তাব এসেছে তার বিরুদ্ধে কোন ছাটাই প্রস্তাব বিরোধী দল যে রাখেননি তার জন্য আমরা প্রশংসা করছি।

Shri Atiqul Islam :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা রাখি নি তা নয় আমরা রাখতে পারিনি, রাখার ইচ্ছা ছিল।

Shri Karunamoy Nath Chowdhury :— আমরা তাদের ধন্যবাদ দিতে চেয়েছিলাম; তাদের এই সুমতির জন্য। কিন্তু আমাদের প্রধান বিবেচ্য হচ্ছে National Emergency সম্বন্ধে।

Mr. Speaker :—Discussion on Demand No. 40 that a sum not exceeding Rs. 1,21,78,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the scheduls to the Appropriation on (vote of Account) Bill 1964) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 40 (Major Head 124 capital outlay or schemes of Govt. Trading.) is closed, I would now put the motions-Ist the Cut Motion moved by Shri Aghore Deb Barma and the 2nd & 3rd one moved by Shri Atiqul Islam to vote.

The questions before the House are (1) Inadequate provision for distributing improved seeds at subsidy.

2) Absence of provision to State trading on essential commodities and or jute.

3) Absence of provision for State Transport.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes' 'Ayes'—opposition.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes' 'Noes' Rulling Bence.

Mr. Speaker—Noes have it are. The Cut Motion is lost.

Mr. Speaker :—I would now put the main Motion to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri M. L. Bhowmik that a sum of ₿ 1,21,78000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the scheduled to Appropriations (vote of Account) Bill 1964, be grant to defray the charge which will come in course of Payment during the year ending on the 31st day of March 1965 in respect of demand of 40 (Major Head 124—capital outlay on scheme of Govt. Trading.)

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.
Ayes—Ruling party member
As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Noes-None
Ayes have it
The motion is passed.

The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday, 6th April 1964.